CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 70 Years ■ Issue-328 ■ 5 September, 2024 ■ আগরতলা ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ১৯ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

এনএলএফটি ও এটিটিএফের সাথে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত, ২৫০ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা

ত্রিপুরায় দীর্ঘ ৩৫ বছরের সশস্ত্র সংগ্রামের অবসান হয়েছে ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর।। আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে ভারত সরকার, ত্রিপুরা সরকার, ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা এবং অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পাশাপাশি, যারা শান্তি চুক্তি অনুসারে তাদের অস্ত্র সমর্পণ করবেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এমন ৩২৮ জন বৈরীর জন্য ২৫০ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন।

নয়াদিল্লিতে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জোর গলায় বলেন, ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা (এনএলএফটি) এবং অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স (এটিটিএফ)-এর সাথে স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তি ত্রিপুরায় বিদ্রোহী আন্দোলনকে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেবে। এই পদক্ষেপটিকে একটি "মাইলফলক" বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, এনএলএফটি ও এটিটিএফের সাথে শান্তি চুক্তিতে দীর্ঘ ৩৫ বছরের সশস্ত্র সংগ্রামের অবসান হয়েছে।

এদিন শ্রী শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং দিল্লির মধ্যে ব্যবধান মেটানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। সড়ক, রেল ও বিমান পরিষেবা পরিবহণের সমস্যা দূর করেছেম। পাশাপাশি, উত্তর পূর্বাঞ্চল ও দিল্লির মানুষের মধ্যে হৃদয়ের সম্পর্কও মজবুত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'অষ্টলক্ষ্মী' এবং 'পূর্বোদয়'-এর ধারণাকে স্বাগত জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এখনো পর্যন্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে মোট ১২টি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। জীবনের মূলধারায় পুনরায় যোগদানের জন্য প্রায় ১০,০০০ জঙ্গি অস্ত্র সমর্পণ করেছেন। এই চুক্তিগুলোর সফল বাস্তবায়ন হাজার হাজার জীবন বাঁচিয়েছে; হোক সেটা বিদ্রোহী, নিরাপত্তা কর্মী বা নিরীহ বেসামরিক নাগরিক।

এনএলএফটি এবং এটিটিএফ এর সাথে এই শান্তি চুক্তির পর ৩২৮ জন বৈরী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন এবং ত্রিপুরার উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে অবদান রাখবেন। এই উদ্দেশ্যে ২৫০ কোটি টাকার একটি প্যাকেজ মঞ্জুর করা হয়েছে।

চতুর্পক্ষীয় ব্রু চুক্তির সাফল্য উল্লেখ করে শাহ বলেন, ২০২০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ব্রু চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। আজ, হাজার হাজার ব্রু তাদের নিজেদের বাড়িতে স্বাধীনভাবে বসবাস শুরু করেছেন।

তিনি এনএলএফটি এবং এটিটিএফ সদস্যদের আশ্বস্ত করেছেন, আজকের স্বাক্ষরিত চুক্তিটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হবে এবং তিপরাসা জনগণের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দ্বারা পূরণ করা হবে। আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট (আফস্পা) পুরো ত্রিপুরা থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ঋণী থাকবে।

তাছাড়া, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডঃ) মানিক সাহা সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে শান্তির পরিবেশ তৈরি করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাথে সম্পর্কিত এক ডজন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং এই চুক্তিগুলির বেশিরভাগই খুব জটিল এবং সমালোচনামূলক সমস্যার সমাধান করেছে। এছাড়াও, ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের জীবন পরিবর্তনের জন্য অনেকগুলি প্রকল্প চালু করেছে। তিনি এনএলএফটি এবং এটিটিএফ-এর সকল সদস্যকে সমাজের অংশ হতে এবং সমৃদ্ধি ও শান্তিতে পূর্ণ জীবনযাপন করার জন্য স্বাগত জানিয়েছেন।

এদিন এনএলএফটি এবং এটিটিএফ-এর ১০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সামাজিক মাধ্যমে হিন্দুদের নিয়ে মন্ত্রী সুধাংশু দাসের বক্তব্য ঘিরে

বিধানসভায় তুমুল হৈ হট্টগোল ওয়েলে নেমে বিরোধীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর ।। সামাজিক মাধ্যমে হিন্দুদের নিয়ে মন্ত্রী সুধাংশু দাসের বক্তব্যকে ঘিরে আজ বিধানসভা অধিবেশনে তুমুল হৈ হট্টগোল হয়েছে। বিরোধীরা মন্ত্রী সহ ট্রেজারি বেঞ্চকে চেপে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। সুধাংশু দাসের ওই বক্তব্যকে বিজেপি এমনকি রাজ্য সরকার সমর্থন করে না, অধিবেশনে পরিবহণ মন্ত্রী বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু, ব্যক্তিগত মত প্রকাশের অধিকার দেশের সংবিধান সকলকে দিয়েছে, বিরোধীদের তিনি সেটাও মনে করিয়েছেন। সুধাংশু দাসের সমর্থনে এদিন কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ সামাজিক মাধ্যমে হিন্দুদের নিয়ে ওই বক্তব্যে ব্যবহৃত শব্দের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সাথে তিনি দাবি করেছেন, রাজ্যে দাঙ্গা লাগুক সিপিএম তা চেয়েছে। পরিশেষে আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুধাংশু দাস কংগ্রেস এবং সিপিএমকে হিন্দু বিরোধী বলে নিশানা করেছেন। প্রতিবাদে বিরোধীরা ওয়েলে নেমে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।

আজ বিধানসভা অধিবেশনে শূন্যকালে কংগ্রেস বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা সামাজিক মাধ্যমে মন্ত্রী সুধাংশু দাসের হিন্দুদের নিয়ে বক্তব্যের বিষয় উত্থাপন করেন। তাঁর কথায়, সামাজিক মাধ্যমে এধরণের বক্তব্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক। তাতে, রাজ্যের মানুষ বিচলিত হয়ে পড়েছেন। এমন স্পর্শকাতর বিষয়ে বক্তব্যের জন্য মন্ত্রী সুধাংশু দাসের ক্ষমা চাওয়া উচিত। তাতেই, ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্যরা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেন এবং সুধাংশু দাসের সমর্থনে আওয়াজ তুলেন। বিজেপি বিধায়ক অভিষেক রায়ের মতে, বাংলাদেশের পরিস্থিতির নিরিখে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী হয়ে উঠেছে। জিহাদী বাহিনী এরাজ্যে তাঁদের গতিবিধি বৃদ্ধি করুক, তা মোটেও কাম্য নয়। তাঁর দাবি, বাংলাদেশে বর্তমান পরিস্থিতির প্রভাব ইতিমধ্যেই আমাদের রাজ্যেও পড়েছে। সেজন্যই মন্ত্রী সুধাংশু দাস সকলকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে সামাজিক মাধ্যমে বার্তা দিয়েছিলেন।

বিজেপি বিধায়ক অভিষেক রায়ের সাফাইয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। তাঁর মতে, ভারত সংবিধান দ্বারা পরিচালিত। ফলে, সংবিধানের শপথ নেওয়া ব্যক্তি এমন উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখতে পারেন না। তিনি বিদ্রুপের সুরে বলেন, পরবর্তীতে বিতর্কিত ওই বক্তব্য সামাজিক মাধ্যম থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। কিন্তু, রাজ্যের শান্তি শৃংখলা বিঘ্নিত হবে এমন কোন কাজ মন্ত্রী পদে থেকে করা উচিত নয়। সুধাংশুকে উদ্দেশ্য করে সুদীপের কটাক্ষ, আপনার বক্তব্যে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর আঘাত হোক, তা কাম্য নয়। তাই, আপনার ক্ষমা চাওয়া উচিত।

তাতে পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী উঠে দাঁড়ান এবং সুধাংশু দাসের সমর্থনে সাফাই দিয়েছেন। তিনি বলেন, সামাজিক মাধ্যমে ওই বক্তব্য আমরা সকলেই দেখেছি। পরবর্তীতে ওই বক্তব্য মুছে ফেলা হয়েছে। কারণ, বিজেপি এবং রাজ্য সরকার মন্ত্রী সুধাংশু দাসের বক্তব্যকে সমর্থন করে না। কিন্তু, ব্যক্তিগত মত প্রকাশের অধিকার আমাদের সংবিধান সকলকেই দিয়েছে। একইভাবে মন্ত্রী সুধাংশু দাসের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় টেট উত্তীর্ণ বেকার ৩৬৬ জন

বিধানসভায় তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর ।। চলতি বছর থেকে টেট পরীক্ষা হবে। টেট পরীক্ষার্থীদের নিয়োগের নিয়ম এবং পরীক্ষার প্রশাসন সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের রায়ের কারণে একটি সংক্ষিপ্ত বিরতির পরে এবছর টেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আজ বিধানসভার বাদল অধিবেশনে শিক্ষা দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী রতন লাল নাথ একথা জানিয়েছেন।

কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়ের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে শ্রী নাথ বলেন, সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং গত বছরের ১১ ডিসেম্বরে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ টিচার এডুকেশন (এনসিটিই)-এর চিঠিতে স্পষ্ট করা হয়েছে, যে সমস্ত প্রার্থীরা প্রাথমিক শিক্ষায় ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেছেন তারা টেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ইতিমধ্যে শিক্ষা দপ্তর আন্ডার গ্র্যাজুয়েট টিচার্স (ইউজিটি)-এর জন্য নিয়োগের নিয়ম সংশোধন করার প্রক্রিয়া শুরু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্যায় ধ্বংসলীলা : ঋণে ছাড়, বিনামূল্যে রেশন সহ একগুচ্ছ প্রস্তাব বিরোধীদের

গঠনমূলক সমস্ত প্রস্তাব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে ঃ পরিষদীয় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর ।। রাজ্যে গত ১৯ আগস্ট থেকে ২৩ আগস্ট পর্যন্ত অতি ভারী বর্ষণের ফলে এক অভূতপূর্ব ও বিধ্বংসী বন্যার সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে শাসক ও বিরোধী দলের সদস্যগণ বিধানসভায় গঠনমূলক যেসমস্ত প্রস্তাব দিয়েছেন তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে। আজ বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী এবং বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ আনীত জনস্বার্থে আনা জরুরি বিষয় "সম্প্রতি রাজ্যে ভয়াবহ বন্যা ও সরকারি বেসরকারি ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে"-এর উপর সংক্ষিপ্ত সময়ের আলোচনায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে পরিষদীয় মন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন।

রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতির উপর আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, রাজ্যের ১২টি নদীর মধ্যে উত্তর ত্রিপুরা জেলার জুরি নদী ছাড়া ১১টি নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বয়েছিল। বন্যা ও ভূমিধসে প্রায় সবক্ষেত্রেই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রাজ্যের প্রায় ১৭ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে অনুমান করা হচ্ছে। প্রায় ৩ লক্ষ ৭০ হাজার মানুষকে নিরাপদ স্থানে ও ত্রাণ শিবিরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। রাজ্যজুড়ে ৮২১টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছিল। এগুলিতে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন।

আলোচনায় পরিষদীয় মন্ত্রী আরও বলেন, এবারের বন্যার ফলে ভূমিধসে ১৯ জন, জলে ডুবে ১২ জন, মাটির দেওয়াল ধসে ১ জন মারা গেছেন। নিখোঁজ রয়েছেন ১ জন এবং আহত হয়েছেন ২ জন। পরিষদীয় মন্ত্রী রতনলাল নাথ আরও বলেন, বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৪ হাজার ২৪৭ কোটি টাকা চূড়ান্ত মূল্যায়নের পর এই ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে। সবচেয়ে বেশি ৩২৫১ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে উদ্যানপালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের।

এছাড়া জলসম্পদ দপ্তরের ৩ হাজার ৮৩ কোটি টাকা, গ্রামীণ উন্নয়ন ও বাড়িঘরের ক্ষতি সহ ৩ হাজার ৯ কোটি টাকা এবং পিডব্লউডি (আর অ্যান্ড বি) ১ হাজার ৯০০ কোটি টাকা, বিদ্যুৎ দপ্তরের ৬৯৩ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। বন্যা পরিস্থিতিতে উদ্ধার কার্য পরিচালনায় এসডিআরএফ-এর ৩২টি দল, টিএসআর-এর ১৪টি ব্যাটেলিয়নের কর্মী সহ এনডিআরএফ-এর ১১টি ও ৮টি অতিরিক্ত দল, ১ হাজার জন প্রশিক্ষিত সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার, ৯০০ জন আপদা মিত্র স্বেচ্ছাসেবক সহ বিভিন্ন দপ্তরের টাস্ক ফোর্সকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। গোমতী ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর ৩টি হেলিকপ্টার মোতায়েন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাড়িতে ঢুকে মহিলাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত সোনার চেইন ছিনিয়ে পালাল ছিনতাইবাজরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর ।। বাড়িতে ঢুকে এক মহিলাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে সোনার চেইন ছিনিয়ে নিয়ে গেল ছিনতাইবাজরা। ঘটনাটি ঘটেছে সিধাই মোহনপুর থানাধীন সিমনার মতাইপাড়া এলাকায়। তাতে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

বাড়িতে ঢুকে এক মহিলাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে ছিনিয়ে নিয়েছে একটি সোনার চেইন।

তাতে মহিলা আহত হয়েছেন। আহত মহিলার নাম মালবিকা ত্রিপুরা।

ঘটনা সিধাই মোহনপুর থানাধীন সিমনার মতাইপাড়া এলাকায়। বর্তমানে ওই মহিলা আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

৫ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস। তাই বুধবার রাজধানীর প্রতিটি স্কুলেই বড় ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা ছোট ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের পাঠন করে। এমনই এক দৃশ্য ধরা পড়লো জাগরণের ক্যামারায়।

যান দুর্ঘটনায় নিহত এক আহত ছয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৪ সেপ্টেম্বর ।। জোলাইবাড়ী শান্তিনিকেতন পাড়া সংলগ্ন এলাকায় যান দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। ওই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ছয়জন ব্যক্তি।

ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, আজ সকালে শান্তির বাজার মহকুমার জোলাইবাড়ীর শান্তিনিকেতন পাড়া সংলগ্ন এলাকায় টি আর ০৮ ডি ১৬৩৯ নাম্বারের মালবাহী গাড়ী নিয়ন্ত্রন হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলেপরে। তাতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। অপরদিকে গাড়ীতে থাকা ৬ জন গুরতর আহত হয়েছেন। পরবর্তী সময় আহত ও নিহতকে জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে দেখা করে রাজ্যে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর ।। বুধবার দিল্লি সফরকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সাথে দেখা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডঃ মানিক সাহা।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে আলোচনায় রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যার ফলে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি এবং ত্রাণ কার্যের বিষয়ে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এই কঠিন সময়ে ত্রিপুরাবাসীর প্রতি সব ধরনের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মানব পাচারকারী সন্দেহে আটক দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর ।। মধুপুর থানার পুলিশ নোয়াবাড়ি এলাকা থেকে দুই মানব পাচারকারী যুবককে আটক করেছে। মানব পাচারকারী সন্দেহে মধ্যরাতে জনতার হাতে আটক ২ যুবক। উত্তম মাধ্যম দিয়ে তাদের মধুপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিল দুই যুবককে।

ধৃতরা হল জিৎ ঘোষ ও রাকেশ দেব। ঘটনা মধুপুর থানাধীন নোয়াবাড়ি এলাকায়। জানা যায়, মধুপুর থানাধীন কইয়াডেপা সীমান্তবর্তী এলাকার কুখ্যাত মানব পাচারকারী আবুর বাড়ি থেকে রোহিঙ্গা পাচার করার উদ্দেশ্যে গিয়েছিল এই দুই যুবক। আটক যুবকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি উঠেছে।

ব্ল্যাকমেইলের শিকার নাবালিকা আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর ।। ব্ল্যাকমেইলের শিকার হয়ে এক নাবালিকার আত্মহত্যা ঘিরে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে বুধবার। মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনা ভাটি অভয়নগর এলাকায়। এক যুবকের সঙ্গে প্রথমে প্রেমের সম্পর্ক এবং পরে তাকে ব্ল্যাকমেইল করে ওই যুবক, এমনই অভিযোগ। আর তাতেই এক নাবালিকা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় বলে দাবি তার পরিবারের।

ঘটনায় ভাটি অভয়নগর এলাকা জুড়ে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে ভাটি অভয়নগর এলাকায়।

জানা গেছে, মোল্লাপাড়ার ভিন ধর্মের এক ছেলের সাথে প্রেমে জড়িয়ে পড়ে ভাটি অভয়নগর এলাকার দশম শ্রেণীর এক ছাত্রী। পরবর্তী সময়ে নাবালিকাটির সাথে ব্ল্যাকমেইল শুরু করে ভিন ধর্মের এই ছেলে। আর তা সহ্য করতে না পেরে চলতি মাসের ১ সেপ্টেম্বর বিষপান করে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় ওই নাবালিকা, এমনি অভিযোগ নাবালিকার বাবার।

কিন্তু পরিবারের লোকজন তার এই অবস্থা দেখে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আসে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসে। কিন্তু চিকিৎসকদের সর্বত চেষ্টা ব্যর্থ করে বুধবার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে নাবালিকা এই ছাত্রী। আর এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয় ভাটি অভয়নগর এলাকায়। উত্তেজনা প্রশমনে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। নাবালিকা আত্মহত্যার খবর পেয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু কলেজ পড়ুয়া ছাত্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ৪ সেপ্টেম্বর।। সড়ক দুর্ঘটনায় এক কলেজ ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু। হয়েছে। মৃত ছেলের নাম আনন্দ জমাতিয়া(২১)। বুধবার এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে বিশ্রামগঞ্জ এলাকায়।

জানা গেছে, বুধবার নিজ বাইক নিয়ে উদয়পুর নেতাজি কলেজের উদ্দেশ্যে বের হয় আনন্দ জমাতিয়া। কলেজ থেকে ফেরার সময় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে এই ছাত্র। স্থানীয়রা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে আসে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে।

কিন্তু তার অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাকে রেফার করা হয় জিবি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ৫ সেপ্টেম্বর২০২৪ ইং
১৯ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

শিক্ষক সমাজের মেরুদন্ড

"গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু দেব মহেশ্বর
গুরু সাক্ষাৎ পরোমব্রহ্ম
তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ'

একজন সফল মানুষের পিছনে শিক্ষকের যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে, তাহা নতুন করিয়া বলিবার কিছু নাই। শিক্ষক মহাশয় শুধু যে শিক্ষাদানই করেন তা নয়। তিনি একজন শিক্ষার্থীকে জীবনে চলিবার পথে পরামর্শ দেন, ব্যর্থতায় পাশে দাঁড়াইয়া উৎসাহ দেন, সাফল্যের দিনে নতুন লক্ষ্য স্থির করিয়া একজন আদর্শ মানুষ হওয়ার শিক্ষাও দেন।একজন ছাত্র বা ছাত্রীর জীবনে শিক্ষকদের অবদান অনস্বীকার্য। একজন মা সন্তানকে জন্ম দেন মানুষ করিয়া তোলেন, কিন্তু তাহাকে শিক্ষা দীক্ষায় পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়িয়া তুলিবার একমাত্র কারিগর হইলেন শিক্ষক শিক্ষিকারা। শিক্ষক শিক্ষিকাদের গুরুত্ব তাই আমাদের সমাজে আগেও ছিল ,এখনো আছে এবং সারা জীবন থাকিবে।

শিক্ষক সমাজের মেরুদন্ড। সমাজ গঠনের মূল কারিগর। ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস শিক্ষকদের প্রতি সম্মান জানানোর দিন। ঐতিহ্যমন্ডিতো দিনে শিক্ষকদের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম। কর্মজীবনে যে যে প্রতিষ্ঠানেই থাকুন না কেন, শিক্ষক ব্যতীত এই সাফল্য ও কর্মজীবন কল্পনা করাও অসম্ভব। এই পবিত্র দিনে শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এর পাশাপাশি প্রত্যেককেই আত্ম অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই মহাত্ম্যপূর্ণ দিনটি সম্পর্কে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিকভাবে অবগত করিতে হইবে। পাঁচ সেপ্টেম্বরের দিনটিকে শিক্ষক দিবস হিসাবে সারা রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হইয়া থাকে। ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিবস উপলক্ষে উদযাপন করা হয় শিক্ষক দিবস । ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন একজন সমাজকর্মী, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষক ছিলেন। তিনি একটি সুস্থ দেশ ও সমাজ গড়িতে শিক্ষকের অবদানকে গুরুত্ব দিয়াছিলেন।শিক্ষক ছাত্রদের শুধু পড়াশোনার ক্ষেত্রেই নয় ,বরং বিভিন্ন রকম সামাজিক ও মানসিক সমস্যায় ও সাহায্য করেন। তাই সমাজের ও দেশের ভবিষ্যৎ গড়িতে শিক্ষকদের অজস্র পরিশ্রমকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে শিক্ষক দিবস পালন করা হয়।

শিক্ষক দিবসের দিন স্কুল কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্টানগুলোকে সুন্দর করিয়া সাজানো হয়। শিক্ষক এবং ছাত্র ছাত্রী সেদিন বিভিন্ন অনুষ্টান, প্রতিযোগিতা এবং খেলাধুলাতে অংশগ্রহন করেন। শিক্ষা প্রতিষ্টানে বড় ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীরা ছোট ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান করিয়া থাকে। শিক্ষক দিবসের অনুষ্টানে গান, কবিতা, বক্তৃতা, শিক্ষকতা ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। ছাত্র ছাত্রীরা সেদিন শিক্ষক শিক্ষিকাদের সম্মান জানানোর জন্য উপহারও দান করে। শিক্ষক দিবস শিক্ষক এবং শিষ্যের মধ্যে সুন্দর সম্পর্কের সৃষ্টি করে। তাই গুরু শিষ্য দুজনের জন্যই শিক্ষক দিবস একটা খুবই আনন্দের দিন।আমাদের মনের সব সংশয়, সন্দেহ, অন্ধকার দূর করেন এবং নতুন পথের দিশা দেখান শিক্ষক। আমাদের সমাজের বড় সম্পদ হইলেন শিক্ষক। সমাজ গড়িবার কারিগর হইলেন শিক্ষক। আদর্শ শিক্ষকের হাত ধরিয়াই তৈরি হয় আদর্শ ছাত্র - ছাত্রী। তাঁহারা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করিয়া ভবিষ্যতের নাগরিকদের মনকে গঠন করেন।প্রতি বছর ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিনে অর্থাৎ ৫ সেপ্টেম্বর ভারতে পালন করা হয় শিক্ষক দিবস। তাই এই দিনের মাহাত্ম্য ছাত্র- ছাত্রী তথা তাঁহাদের শিক্ষক উভয়ের কাছেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

মারিয়াপ্পান থাঙ্গাভেলুকে অভিনন্দন নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, , ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্যারিস প্যারালিম্পিকে সফল ভারতীয়কে প্রতিযোগী মারিয়াপ্পান থাঙ্গাভেলুকে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বুধবার প্রধানমন্ত্রী এক্সবার্তায় লিখেছেন, "পুরুষদের হাই জাম্প টি৬৩ ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদক জেতার জন্য মারিয়াপ্পান থাঙ্গাভেলুকে অভিনন্দন। এটা প্রশংসনীয় যে তিনি প্যারালিম্পিকের পরপর তিনটি সংস্করণে পদক জিতেছেন। তাঁর দক্ষতা, ধারাবাহিকতা এবং সংকল্প ব্যতিক্রমী।"

"আগ্রহী ক্রীড়াবিদদের অনুপ্রাণিত করবে", শরদ ও থাঙ্গাভেলুকে অভিনন্দন দ্রৌপদী মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): "প্যারিস ২০২৪ প্যারালিম্পিকে পুরুষদের হাই জাম্প ইভেন্টে যথাক্রমে রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ পদক জেতার জন্য আমি শরদ কুমার এবং মারিয়াপ্পান থাঙ্গাভেলুকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।"

এই ভাষায় দুই কৃতী প্রতিযোগীকে অভিনন্দন জানালেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বুধবার রাষ্ট্রপতি এক্স-বার্তায় লিখেছেন, "বিভিন্ন প্যারালিম্পিকে এটি শারদের দ্বিতীয় এবং মারিয়াপ্পনের তৃতীয় ব্যক্তিগত পদক। তাঁদের অর্জনগুলো স্থায়ী শ্রেষ্ঠত্বের উদাহরণ। তাঁদের সাফল্য সকলকে, বিশেষ করে উচ্চ আন্তর্জাতিক মান অর্জনে আগ্রহী ক্রীড়াবিদদের অনুপ্রাণিত করবে।"

আর জি কর হাসপাতাল সংক্রান্ত একাধিক মামলার শুনানি স্থগিত হাইকোর্টে

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চ আর জি কর হাসপাতাল সংক্রান্ত একাধিক মামলার শুনানি স্থগিত করে দিল।

আদালত সূত্রের খবর, শীর্ষ আদালতে যেহেতু ২৪ ঘন্টা পরেই এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি হবে, তাই এখনই এবিষয়ে নতুন করে কোনও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে না।

আর জি করে ডাক্তার-ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় আন্দোলিত সমাজ। ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলা গ্রহণ করেছিল সুপ্রিমকোর্ট। আদালতের নির্দেশে ঘটনার তদন্তে নামে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। বৃহস্পতিবার সিবিআইকে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে শীর্ষ আদালত।

বিশ্বশান্তি বুদ্ধ বিহার দেশকে উৎসর্গ করলেন রাষ্ট্রপতি, বুদ্ধের মূর্তিও প্রতিষ্ঠা

লাতুর, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বুধবার উদগীর লাতুর জেলায় বিশ্বশান্তি বুদ্ধ বিহার উদ্বোধন ও দেশকে উৎসর্গ করেছেন। তিনি বিশ্বশান্তি বুদ্ধ বিহারের অভ্যন্তরে গৌতম বুদ্ধের একটি মূর্তিও প্রতিষ্ঠা করেছেন, এছাড়াও ডক্টর বাবাসাহেব আম্বেদকরের মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল সি.পি. রাধাকৃষ্ণন, মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিমন্ত্রী রামদাস আঠাওয়ালে এবং উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উদগীরে নতুন উদ্বোধন করা বুদ্ধ বিহারটি কর্ণাটকের কালবুর্গির বুদ্ধ বিহারের প্রতিরূপ। এটি ১৫-হেক্টর জমিতে অবস্থিত এবং এখানে একটি ধ্যান কেন্দ্র রয়েছে, সেখানে একসঙ্গে ১,২০০ জন ধ্যান চর্চা করতে পারবেন।

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ

শিবশঙ্কর দাস

স্বামী বিবেকানন্দ রাধাকৃষ্ণাণকে কীভাবে রাধাকৃষ্ণাণকে প্রভাবিত করেছেন এ বিষয়ে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য যে উভয়েই ধর্ম এবং দর্শনকে সাধারণ মানুষের সেবার কাজে লাগাতে চেয়েছেন। কিন্তু রাধাকৃষ্ণাণের জীবনে স্বামীজির প্রভাব সম্পর্কে অনেকেই অনেক রকম প্রশ্ন তুলেছেন। তবে রাধাকৃষ্ণাণ তাঁর অনেক রচনায় অনেক দার্শনিককে আক্রমণ করেছেন আবার অনেকের বক্তব্য মেনেও নিয়েছেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে তিনি নীরব ছিলেন। তাঁর এই নীরবতার কারণ কী? অনেকে মনে করেন এই নীরবতার কারণ বিবেকানন্দ ঘরের মানুষ বলে, এই সব প্রশ্ন অবশ্যই নির্ভর করে প্রশ্নকর্তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংগৃহীত তথ্যের চারিত্রিক বিষয়ের ওপর। আমরা এ বিষয়ে স্বয়ং রাধাকৃষ্ণাণের বক্তব্যের ওপর গুরুত্বদিতে চাইব।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী পড়ে রাধাকৃষ্ণাণ বিশেষ বিশেষ ভাবে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন এবং কথার ছলে বলেছিলেন শৈশব থেকেই আমি বিবেকানন্দের প্রদর্শিত আদর্শের কথা জানতে পেরেছিলাম। তিনি কিভাবে কষ্ট স্বীকার করে শিকাগোর বিশ্বধর্ম সম্মেলনে পৌঁছতে পেরেছিলেন এবং নিরন্তন ভারতবর্ষের ওপর সারগর্ভ ভাষণ দিতে পেরেছিলেন। সেই কাহিনি পাঠ করাটা ছিলি আমার প্রথম শৈশবের নেশা। পরবর্তীকালে "আওয়ার হেরিটেজ" গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণাণ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে। বিবেকানন্দ বেদের যে ব্যাখ্যা করেছিলেন তিনি তারই একটা সুসংহত রূপদিতে প্রয়াস করেছিলেন। হিন্দু ধর্মের অন্তর্নিহিত মূলতত্ত্বের মধ্যে কোনও বিরাম নেই বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি মনে জী করতেন যুগযুগ ধরে হিন্দু ধর্মের মধ্যে অনেক অত পরিবর্তন হয়েছে। তিনি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ওই সম্বন্ধে বিভিন্ন সভায় যে ব্যাখ্যা করেছেন তার পিছনে বিবেকানন্দের প্রভাত সুস্পষ্ট উপা রাধাকৃষ্ণাণ স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মহ

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের পরবর্তী জীবনের দিকে চোখ রাখলে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি অধ্যাপক হিসেবে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারাই প্রচারের কাজে নেমেছেন। স্বামীজি যেন তার মধ্যে নতুন করে প্রকাশিত হয়ে আচার্য রূপে মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদেরকে উপনিষদ, গীতা, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করে চলেছেন। ওই সময় রাধাকৃষ্ণাণ শঙ্কর, রামানুজ প্রমুখ। আচার্যদের ভাষ্যও পাঠ করেন, যেমন করতেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজির মতো তিনিও বুদ্ধের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার কথা সকলকে বোঝাতে চেষ্টা করতেন।

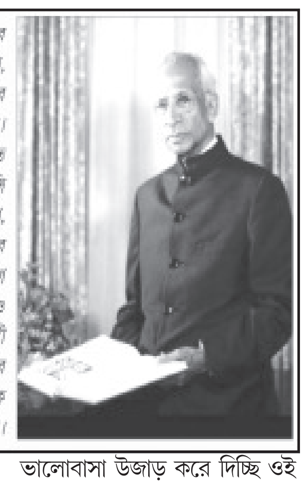

লিখেছেন। বিবেকানন্দের রচনাবলীর সঙ্গে রাজ পরিচয় না হলে আমার জীবনটা একবারে এব অন্যরকম হয়ে যেত। আপাতনিরীহ শব্দের গে মধ্যে কী অগ্নিবর্ষীশপথ লুকিয়ে আছে বিবেকানন্দের লেখা পড়ে আমি তা জানাতে পেরেছি। তখন থেকেই আমি বিবেকানন্দের একনিষ্ঠ অনুগামীতে পরিণত হই। পরবর্তীকালে নানা ভাবে তাঁর লেখা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। যখন মনে হত সব কিছুই কালো অন্ধকারে ঢাকা, তখন আমি বিবেকানন্দের লেখায় মনসংযোগ করতাম। তাঁর রাজযোগ কিংবা ভক্তিযোগ পড়তাম। কীভাবে তিনি ভারতীয় সভ্যতার উন্নত দিকগুলোকে আত্মস্থ করেছিলেন, সহজ সরল ভাষায় সেই কথা বলে গিয়েছেন সাধারণ পাঠক-পাঠিকার জন্য। আমি জীবনের পরিণত বয়সে দাঁড়িয়ে তাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ভালোবাসা উজাড় করে দিচ্ছি ওই মহান হিন্দু সন্ন্যাসীর প্রতি। স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ধারণের জন্য উপযুক্ত পাত্র আবশ্যক, তা না হলে ওই মহান ভাবের প্রকাশ অসম্ভব সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ শৈশব থেকেই উপযুক্ত প্রাকৃতিক এবং পারিপার্শকি পরিবেশে একটু একটু করে গড়ে উঠেছেন জীবনের এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের যোগ্যতা অর্জনের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী পাঠের পর রাধাকৃষ্ণণের আগ্রহ বাড়তে থাকে হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি। তখনকার দিনে হিন্দু সভ্যতাকে নানাভাবে ছোট করার চেষ্টা করা হত। খ্রিস্টান মিশনারীরা কথায় কথায় হিন্দু ধর্মের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন। পদে পদে হিন্দুদের এই অপমান ও অপবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস তিনি পেয়েছেন দীপ্তিমান বিবেকানন্দের আলোকে। শুধু সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। এম এ পড়ার সময়ে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে একটি মৌলিক প্রবন্ধ করতে হত। রাধাকৃষ্ণাণ ওই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন পুরোপুরি। বেদান্তের নীতিধর্ম সম্বন্ধে ইংরেজিতে তিনি এক অসাধারণ মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করে ফেললেন। প্রবন্ধের নাম- 'The Ethics of the Vdanta and Its Metaphysical Presuppositions'। যথাসময়ে মাদ্রাজ ক্রিশ্চান কলেজের অধ্যক্ষ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হগ (Dr. A.G. Hogg) সাহেবের কাছে জমা দেওয়া হল প্রবন্ধটি। প্রবন্ধ পড়ে হগ সাহেব আনন্দে আত্মহারা তিনি। রাধাকৃষ্ণাণকে ডেকে পাঠালেন। দুরু দুরু বুকে রাধাকৃষ্ণাণ হগ সাহেবের ঘরে আ প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখামাত্র হগ সাহেব অন উঠে দাঁড়ালেন, পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে রাধাকৃষ্ণাণকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, "তোমার প্রবন্ধ সব থেকে বেশি নম্বর পেয়েছে। এই লেখার মধ্যে মৌলিকতার ছাপ আছে। তোমার বয়স মাত্র স্বা কুড়ি বছর। কিন্তু মননের দিক থেকে তুমি অত্যন্ত পরিণত বয়স্ক হয়ে উঠেছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ভবিষ্যতে তুমি একজন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক হিসাবে পরিচিতি লাভ করবে। তোমাকে আশীর্বাদ করছি।" উক্ত প্রবন্ধের মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণাণ হিন্দুধর্মের মহান ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরেছেন। হগ সাহেব তার এই রচনা সম্বন্ধে লিখেছিলেন: (এমএ ডিগ্রি পরীক্ষার্থী দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র রাধাকৃষ্ণাণ যে প্রবন্ধটি রচনা করেছে, তার মধ্যে বোধশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক সমস্যার সমাধান যে কীভাবে সর্বজন স্বীকৃত হতে পারে রাধাকৃষ্ণাণ তা দেখিয়ে দিয়েছে। এই লেখাটির মধ্যে যুক্তিপূর্ণ রচনাশক্তির পরিচয় আছে। আর আছে ইংরেজি ভাষার ওপর অনায়াস বিরণ), বলা বাহুল্য যে, হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ছাত্র রাধাকৃষ্ণাণের অমন সুন্দর - একটি যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ রচনাশক্তির পিছনে স্বামী বিবেকানন্দ আলোকশক্তির অবশ্যই - সক্রিয় ভূমিকা ছিল এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, স্বামীজির রচনাবলী তাকে কতটা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৯০৮ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ছড়িয়ে পড়ে তার অসামান্য প্রতিভার পরিচিতি দেশ ও বিদেশের বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলে। পরবর্তীকালে শিক্ষক হিসেবে তিনি যখন ভারতের অধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধে ভাষণ দিতেন, তখন সকলের মুগ্ধ হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতেন। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের পরবর্তী জীবনের দিকে চোখ রাখলে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি অধ্যাপক হিসেবে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারাই প্রচারের কাজে নেমেছেন। স্বামীজি যেন তার মধ্যে নতুন করে প্রকাশিত হয়ে আচার্য রূপে মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদেরকে উপনিষদ, গীতা, ব্রহ্মব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করে চলেছেন। ওই সময় রাধাকৃষ্ণাণ শঙ্কর, রামানুজ প্রমুখ। আচার্যদের ভাষ্যও পাঠ করেন, যেমন করতেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজির মতো তিনিও বুদ্ধের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার কথা সকলকে বোঝাতে চেষ্টা করতেন। এখানে একটি ঘটনার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয়, সেখানে স্বামীজির জীবনের ছায়া লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষক জীবনের গোড়ার দিকে রাধাকৃষ্ণাণের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। তিনি কলাপাতায় খাবার খেতেন, থালা বা প্লেট কেনার মতো পয়সা নেই। একদিনতো কলাপাতার কেনারও পয়সা ছিল না। সেদিন খাবার খাওয়ার সময় তিনি ঘরের মেঝে পরিষ্কার করে নিয়ে কলাপাতার জায়গায় মেঝের উপরই খাবার ঢেলে খেয়েছিলেন। মনে পড়ে যায় স্বামীজির জীবনের এমন দিন গেছে যখন বরানগর মঠে ঘরের মেঝের উপরেই ভাত ঢেলে খেয়েছেন গুরুভাইদের সঙ্গে নিয়ে। পণ্ডিত সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ ও তার এই দরিদ্র অবস্থায় মেঝের ওপর খাবার খাওয়ার সময়ে সম্ভবত স্বামীজির জীবনের সেইসব - দিনগুলোর কথা মনে করেছিলেন এবং সেই কারণেই হয়তো তিনি এই পরিমাণ প্রবল মানসিক শক্তি অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন।

(সৌজন্যে-দৈ: স্টেটসম্যান)

স্টেথোস্কোপের ইতিহাস

প্রদীপ দেব

কোনো মানুষের হাতে বা গলায় স্টেথোস্কোপ দেখলেই আমরা বুঝে নিই, মানুষটি ডাক্তার। স্টেথোস্কোপ যন্ত্রটা যতটা ডাক্তার ও ডাক্তারির প্রতীক হয়ে উঠেছে, অন্য কোনো চিকিৎসাযন্ত্র ততটা নয়। একেবারে সব রোগের চিকিৎসাতেই যে স্টেথোস্কোপ লাগে, তা নয়; কিন্তু স্টেথোস্কোপ ছাড়া ডাক্তারকে কেমন যেন অসম্পূর্ণ মনে হয়। এই স্টেথোস্কোপ আসলে কী করে? এটা কানে লাগিয়ে ডাক্তাররা রোগীর শরীরের শব্দ শোনেন। আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে বিভিন্ন ধরনের শব্দ বের হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস, হাঁচি, কাশি, নাক ডাকা কিংবা সশব্দে গন্ধবোমা নির্গমনের কথা বাদ দিলেও আমাদের হৃৎপিণ্ড যে শব্দ করে, সেই শব্দ শুনে ডাক্তাররা বুঝতে পারেন, সেখানে কোনো সমস্যা আছে কি না। মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বিশেষ করে হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুসের শব্দ পরিষ্কারভাবে শুনতে সাহায্য করে এই স্টেথোস্কোপ।

শরীরের শব্দ শুনে রোগ নির্ণয়ের ব্যাপারটাকে ডাক্তারি ভাষায় বলা হয় অসকাল্টেশান (Auscultation)। ব্যাপারটা হাজার বছরের পুরনো। গ্রিক চিকিৎসক হিপোক্রিটাসের সময় থেকেই ডাক্তারটা রোগীর বুকে কান লাগিয়ে হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনে রোগ নির্ণয় করতেন। ১৭৫০ সালের দিকে ভিয়েনার এক ডাক্তার লিওপোল্ড অয়েনব্রুগার শুরু করলেন আরেকটি নতুন পদ্ধতি। তিনি রোগীর বুকের শব্দ শোনার পাশাপাশি বুকের বিভিন্ন জায়গায় টোকা মেরে সেই শব্দের প্রতিফলন শুনে শুনে হৃৎপিণ্ডের সমস্যা কত দূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে, তা বুঝতে শুরু করলেন। লিওপোল্ডের বাবার একটা পানশালা ছিল, সেখানে প্রচুর মদ বিক্রি হতো। লিওপোল্ড দেখেছেন, তাঁর বাবা মদের পিপের গায়ে থাপ্পড় মেরে শব্দ শুনে বুঝে নিচ্ছেন পিপেয় কতটুকু মদ আছে। ভরা পাত্র আর খালি পাত্রের শব্দ যে এক হয় না, তা আমরা সবাই জানি। এই ব্যাপারটা মানুষের শরীরের ব্যাপারেও খাটে। ভরা পেটের শব্দ আর খালি পেটের শব্দ এক হবে না। পেটে গ্যাস জমলে যে ধরনের শব্দ হবে, পানি জমলে শব্দ হবে তার চেয়ে ভিন্ন। ফুসফুস কিংবা হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক শব্দ ও অস্বাভাবিক শব্দ শুনে রোগনির্ণয়ের পদ্ধতি সেই তখন থেকেই ছিল। ডাক্তার রোগীর শরীরে কান লাগিয়ে সেই শব্দ শুনতেন।

১৭৫০ সালের দিকে ভিয়েনার এক ডাক্তার লিওপোল্ড অয়েনব্রুগার শুরু করলেন আরেকটি নতুন পদ্ধতি। তিনি রোগীর বুকের শব্দ শোনার পাশাপাশি বুকের বিভিন্ন জায়গায় টোকা মেরে সেই শব্দের প্রতিফলন শুনে শুনে হৃৎপিণ্ডের সমস্যা কত দূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে, তা বুঝতে শুরু করলেন।

১৮১৬ সালের একদিন প্যারিসের নেকার হাসপাতালের ডাক্তার রেনে লাইনেক বেশ বিপদে পড়ে গেলেন এক রোগীর হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে গিয়ে। তখন ইউরোপে যক্ষ্মা রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল অনেক বেশি। ডাক্তার রেনে লাইনেকের তরুণী রোগীর শারীরিক আয়তন বিশাল। তার বুকে কান লাগিয়ে যে শব্দ শোনা গেল, তাতে রোগ নির্ণয় করা গেল না। ভালো করে কান লাগিয়ে শব্দ শোনারও কোনো উপায় নেই। ফ্রান্সের মানুষ এমনিতেই নিয়মিত গোসল করে না, তার ওপর অসুস্থ হলে তো কথাই নেই। রোগীর গায়ের গন্ধে যেখানে কাছে যাওয়া যায় না, সেখানে বুকে কান লাগিয়ে ফুসফুসের শব্দ শোনা! কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না ডাক্তার লাইনেক। একেবারে সব রোগের চিকিৎসাতেই যে স্টেথোস্কোপ লাগে, তা নয়; কিন্তু স্টেথোস্কোপ ছাড়া ডাক্তারকে কেমন যেন অসম্পূর্ণ মনে হয় একেবারে সব রোগের চিকিৎসাতেই যে স্টেথোস্কোপ লাগে, তা নয়; কিন্তু স্টেথোস্কোপ ছাড়া ডাক্তারকে কেমন যেন অসম্পূর্ণ মনে হয় পায়চারি করতে করতে হাসপাতালের বাগানের বেঞ্চে গিয়ে বসলেন। হঠাৎ খেয়াল করলেন দুটো বাচ্চা ছেলে একটা লম্বা কাঠের দুদিকে কান লাগিয়ে কিছু শোনার চেষ্টা করছে। দুজনের হাতে দুটো পিন। তারা পিন দিয়ে আঁচড় কাটছে কাঠের গায়ে আর সেই আঁচড়ের শব্দ শুনছে কাঠের অন্য প্রান্তে কান লাগিয়ে। ডাক্তার লাইনেকের কাছে মুহূর্তেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। বাতাসে শব্দের বেগ ঘণ্টায় প্রায় ১ হাজার ১৯৩ কিলোমিটার। পানিতে শব্দের বেগ ঘণ্টায় প্রায় ৫ হাজার ৩৮৫ কিলোমিটার। কিন্তু কাঠের ভেতর দিয়ে শব্দ অনেক বেশি বেগে যেতে পারে। কাঠের মধ্য দিয়ে শব্দের বেগ ঘণ্টায় প্রায় ১৪ হাজার ৪০০ কিলোমিটার। বাচ্চা ছেলেরা যেভাবে শব্দ শুনছে, সেভাবেও তো রোগীর বুকের শব্দ শোনা যায়। ডাক্তার লাইনেক দ্রুত ওয়ার্ডে এলেন। তাঁর হাতে একটা মেডিকেল জার্নাল ছিল। সেটাকে গুটিয়ে একটা চোঙার মত করে এক প্রান্ত রোগীর বুকে ঠেকিয়ে অন্য প্রান্তে নিজের কান লাগালেন। অনেক স্পষ্ট এবং জোরালো শব্দ শোনা যাচ্ছে। এই মুহূর্তটি ছিল ডাক্তার রেনে লাইনেকের জন্য 'ইউরেকা' মুহূর্ত। জন্ম হলো স্টেথোস্কোপের।

ডাক্তার রেনে লাইনেক তাঁর আবিষ্কারের নাম স্টেথোস্কোপ রেখেছেন গ্রিক শব্দ স্টেথিস এবং স্কোপেইন---এর সমন্বয় করে। 'স্টেথিস' শব্দের অর্থ বক্ষ বা বুক, আর 'স্কোপেইন' শব্দের অর্থ হলো খুঁজে দেখা। ডাক্তার লাইনেকের তৈরি প্রথম স্টেথিস্কোপটি ছিল ৩০ সেন্টিমিটার দীর্ঘ এবং ২ সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের একটি কাঠের সিলিন্ডার। এই সাধারণ একটি যন্ত্র দিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানে তিনি অসাধারণ কাজ করেছেন। পরবর্তী তিন বছর ধরে নিরলস পরিশ্রম করে তিনি তাঁর স্টেথোস্কোপের ব্যাপক উন্নতি সাধন করেন। বিভিন্ন ধরনের পদার্থ এবং বিভিন্ন দৈর্ঘ্য ও ব্যাসের সিলিন্ডার নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে দেখেছেন যে সবচেয়ে ভালো কাজ করে ২৫ সেন্টিমিটার দীর্ঘ এবং সাড়ে ৩ সেন্টিমিটার ব্যাসের ফাঁপা কাঠের সিলিন্ডার আকৃতির স্টেথোস্কোপ। পরবর্তী প্রায় ৫০ বছর ধরে এ রকম কাঠের সিলিন্ডার আকৃতির স্টেথোস্কোপ চালু ছিল। ডাক্তার লাইনেক তাঁর স্টেথোস্কোপের সাহায্যে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের বিভিন্ন ধরনের রোগের শব্দ অনুসন্ধান করেন এবং তা বই আকারে প্রকাশ করেন ১৮১৯ সালে। ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের রোগনির্ণয় ও চিকিৎসায় তাঁর এই বই ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞানের মাইলফলক।

এরপর মাত্র সাত বছর বেঁচে ছিলেন ডাক্তার লাইনেক। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসা করতে করতে এবং যক্ষ্মা রোগ নিয়ে গবেষণা করতে করতে নিজেই যক্ষ্মা রোগের শিকার হলেন তিনি। ১৮২৬ সালে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

লাইনেকের মৃত্যুর পর তাঁর স্টেথোস্কোপের বিভিন্ন ধরনের বিবর্তন ঘটেছে। ১৮২৮ সালে সিলিন্ডারের একদিকে চোঙাকৃতি করা হলো যেন রোগীর শরীর থেকে বেশি মাত্রার শব্দ সিলিন্ডারে প্রবেশ করানো যায়। আর অন্যদিকে কান পাতার জন্য সিলিন্ডারকে সরু করা হলো যেন শব্দ কানের বাইরে না যায়, বা বাইরের শব্দের সঙ্গে মিশে না যায়। তখনো কিন্তু এক কানেই শব্দ শোনা যেত। ১৮৪৩ সালে সিলিন্ডারের এক প্রান্তে সীসার নল লাগিয়ে একই সঙ্গে দুই কানে শব্দ শোনার ব্যবস্থা করা হলো। ১৮৫৫ সালে রাবারের প্রচলন ঘটার পর স্টেথোস্কোপের গঠনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ১৮৯৪ সালে স্টেথোস্কোপে যুক্ত হয় শক্ত ধাতব ডায়াফ্রাম, যার নাম দেওয়া হয় ফোনেন্ডোস্কোপ। ১৯২৬ সালে বোস্টনের বক্ষব্যাধিবিশেষজ্ঞ হাওয়ার্ড স্প্র্যাগ স্টেথোস্কোপে যুক্ত করেন বেল ও ডায়াফ্রাম, যার মাধ্যমে ডাক্তার ইচ্ছে করলে কম কম্পাঙ্ক ও বেশি কম্পাঙ্কের শব্দ শুনতে পারেন। তারপর প্রায় ৩০ বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের স্টেথোস্কোপের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। বাতাসে শব্দের বেগ ঘণ্টায় প্রায় ১ হাজার ১৯৩ কিলোমিটার। পানিতে শব্দের বেগ ঘণ্টায় প্রায় ৫ হাজার ৩৮৫ কিলোমিটার। কিন্তু কাঠের ভেতর দিয়ে শব্দ অনেক বেশি বেগে যেতে পারে। কাঠের মধ্য দিয়ে শব্দের বেগ ঘণ্টায় প্রায় ১৪ হাজার ৪০০ কিলোমিটার।

শব্দের সাধারণ পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম মেনেই চলে স্টেথোস্কোপের কাজকর্ম। স্টেথোস্কোপের চেস্ট পিস বা বুকের অংশটিতে থাকে একটি বড় চাকতির আকৃতির ডায়াফ্রাম এবং তার সঙ্গে লাগানো অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের ফাঁপা বেল। ডায়াফ্রামটি বেশি কম্পাঙ্কের শব্দ প্রেরণ করে, আর ফাঁপা বেলটি কম কম্পাঙ্কের শব্দ প্রেরণ করে। হৃৎপিণ্ড বা ফুসফুসের শব্দ ডায়াফ্রাম ও বেলের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে তাদের সঙ্গে লাগানো নলের মধ্য দিয়ে ডাক্তারের কানে পৌঁছায়। ডাক্তারের শ্রবণশক্তির ওপর নির্ভর করে রোগনির্ণয়। এটাই হলো প্রচলিত স্টেথোস্কোপের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। অনেক সময় খুব কম কম্পাঙ্কের শব্দ ডাক্তারের কানে না—ও পৌঁছাতে পারে। সে ক্ষেত্রে রোগনির্ণয়ে সমস্যা হতে পারে।

স্টেথোস্কোপের চেস্ট পিস বা বুকের অংশটিতে থাকে একটি বড় চাকতির আকৃতির ডায়াফ্রাম এবং তার সঙ্গে লাগানো অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের ফাঁপা বেল। ডায়াফ্রামটি বেশি কম্পাঙ্কের শব্দ প্রেরণ করে, আর ফাঁপা বেলটি কম কম্পাঙ্কের শব্দ প্রেরণ করে স্টেথোস্কোপের চেস্ট পিস বা বুকের অংশটিতে থাকে একটি বড় চাকতির আকৃতির ডায়াফ্রাম এবং তার সঙ্গে লাগানো অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের ফাঁপা বেল। ডায়াফ্রামটি বেশি কম্পাঙ্কের শব্দ প্রেরণ করে, আর ফাঁপা বেলটি কম কম্পাঙ্কের শব্দ প্রেরণ করে ইতিমধ্যে আমাদের ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে। সাউন্ড টেকনোলজি এখন পুরোটাই ডিজিটাল। সে ক্ষেত্রে স্টেথোস্কোপও ধীরে ধীরে ডিজিটাল হয়ে যাচ্ছে। হৃৎপিণ্ড বা ফুসফুসের অতি কম মাত্রার শব্দও এখন যন্ত্রের মাধ্যমে শোনা সম্ভব। শুধু তা—ই নয়, সেই শব্দকে রেকর্ড করে রাখাও এখন সম্ভব হচ্ছে ডিজিটাল স্টেথোস্কোপের মাধ্যমে। এই ডিজিটাল স্টেথোস্কোপ হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের রোগনির্ণয়ে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে শুরু করেছে। পৃথিবীর সব দেশেই দ্রুত বাড়ছে হৃদরোগীর সংখ্যা। পৃথিবীতে প্রতিবছর যত রোগী মারা যায়, তাদের শতকরা ৩১ ভাগ হলো হৃদরোগী। হৃৎপিণ্ডের সঠিক শব্দ শুনেই হৃদ্রোগের পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব। ডিজিটাল স্টেথোস্কোপ শব্দকে ইলেকট্রনিক সিগন্যালে রূপান্তর ঘটায়। তারপর সেই ইলেকট্রনিক সিগন্যালকে যেভাবে খুশি সেভাবে প্রসেস করা যায়। সেই সিগন্যাল কম্পিউটারে ট্রান্সফার করে রোগীর ফাইলে সংযুক্ত করা যায়। কোনো ধরনের নয়েজ থাকলে তা ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে বাদ দেওয়া যায়।

ডিজিটাল স্টেথোস্কোপের চেস্ট পিসে ডায়াফ্রাম ও বেলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মডিউল: ডেটা অ্যাকুইজিশন বা তথ্য সংগ্রহ, প্রি-প্রসেসিং এবং সিগনাল প্রসেসিং। ডেটা অ্যাকুইজিশনের জন্য ছোট্ট মাইক্রোফোন এবং সেন্সর ব্যবহার করা হয়। এরা শব্দ সংগ্রহ করে তা ডিজিটাল সিগন্যালে পরিবর্তন করে প্রি-প্রসেসিং মডিউলে পাঠায়। প্রি-প্রসেসিং মডিউলে সিগন্যালে যদি কোনো নয়েজ বা অবাঞ্ছিত অংশ থাকে, তা বের করে নেয়। তারপর সেই বিশুদ্ধ সিগন্যালকে পাঠানো হয় প্রসেসিং মডিউলে। ব্লুটুথ বা ওয়াই-ফাইয়ের মাধ্যমে এই সিগন্যাল পাঠানো যায়। সেখান থেকে সাউন্ড ফাইল আকারে তা রেকর্ড করা হয়। ডাক্তার সেই ফাইল শুনে রোগ নির্ণয় করতে পারেন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একই ফাইল বারবার শুনতে পারেন বা অনেকে মিলে শুনতে পারেন। ভবিষ্যতে রোগনির্ণয়ে ডিজিটাল স্টেথোস্কোপ ব্যাপক ভূমিকা রাখবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

২০২৪-এর আগস্ট মাসে ১০২৪টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করেছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার অধিক্ষেত্রের অধীনে প্রত্যেকটি রাজ্যের প্রত্যেকটি কোণায় সামগ্রী সরবরাহের যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে তারই অংশ হিসেবে ২০২৪-এর আগস্ট মাসে ১০২৪টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করেছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এফসিআই চাল, চিনি, লবণ, খাদ্য উপযোগী তেল, খাদ্য শস্য, সার, সিমেন্ট, কয়লা, শাকসবজি, অটো, ট্যাংকের মতো পণ্যসামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রী সংশ্লিষ্ট মাসে পরিবহণ করেছে এবং নিজস্ব অধিক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন গুডস শেডে সেগুলি আনলোড করেছে। ২০২৪-এর আগস্ট মাসে অসমে পণ্যবাহী ট্রেনের ৫৮৯টি রেক আনলোড করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৯১টি রেকে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী লোড ছিল। সংশ্লিষ্ট মাসে ত্রিপুরায় ৬১টি রেক, নাগাল্যান্ডে ১৭টি রেক, অরুণাচল প্রদেশে ১০টি রেক, মণিপুরে ০১টি রেক এবং মিজোরামে ০৩টি রেক আনলোড করা হয়। এছাড়াও, ২০২৪-এর আগস্ট মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ২০৪ পণ্যবাহী রেক ও বিহারে ১৩৯টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করা হয়।
গুরুত্বপূর্ণ সেকশনগুলিতে দ্বৈতকরণ কাজের দ্রুত সম্পাদন করা, আধুনিক টার্মিনাল হ্যান্ডলিং সুবিধার ফলে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী পণ্য পরিবহণের চলাচল বৃদ্ধি ঘটেছে। সমস্ত পর্যায়ে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণের ফলে টার্নঅ্যারাউন্ডের সময় হ্রাস হয়েছে এবং আনলোডিঙের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কোতুলপুরে পাচারের আগে উদ্ধার কাঠ ভর্তি লরি

বাঁকুড়া, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অবৈধভাবে কাঠ পাচার করতে গিয়ে পুলিশের জালে ধরা পড়লো কাঠ ভর্তি তিনটি লরি। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে কোতুলপুর থানার জলিঠা মোড় সংলগ্ন এলাকায় হানা দিয়ে কাঠ বোঝাই বেশ কয়েকটি লরি আটক করল বন দফতর। এই ঘটনায় আটক করা হয়েছে বিপুল পরিমাণ কাঠ। কোথা থেকে এই অবৈধ কাঠ কোথায় পাচার করা হচ্ছিল তা খতিয়ে দেখছে বন দফতর।উল্লেখ্য,বন বিভাগের নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বছর ১৫ জুলাই থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর কোনরকম গাছ কাটার অনুমতি নেই। কিন্তু এসময় গাছ কেটে অন্যত্র পাচার করা হচ্ছিল বেশ কয়েক লরি কাঠ।মঙ্গলবার বিশেষ সূত্রে সে খবর পেয়ে বন বিভাগের আধিকারিকরা জয়পুর ও কোতুলপুর থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে হানা দেন জলিঠা মোড় সংলগ্ন এলাকায়।সেখানে আটক করা হয় কাঠবোঝাই ২ টি ১৪ চাকার ও ১ টি ১২ চাকার লরি। কাঠ পাচারের কাজে ব্যবহৃত একটি ট্রাক্টরও ঘটনাস্থল থেকে আটক করে বন দফতর। বন দফতরের ধারণা নিষেধ থাকা সত্ত্বেও ছোট ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিনা অনুমতিতে কাটা গাছ কম দামে কিনে অন্যত্র পাচার করা হচ্ছিল।বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বন দফতর।

অন্ধ্রে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করলেন পবন কল্যাণ, দুষলেন পূর্বতন সরকারকে

বিজওয়াড়া, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অন্ধ্রপ্রদেশে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করলেন অন্ধ্রপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ। বন্যা পরিস্থিতির জন্য দখলদারি ও পূর্বতন সরকারকে দুষেছেন তিনি। বুধবার পবন কল্যাণ বলেছেন, 'আমি পর্যালোচনা বৈঠক করেছি। বন আধিকারিকরা বনাঞ্চলে দখলদারির বিষয়ে খুবই সতর্ক এবং ব্যবস্থা নিয়েছেন।যখন শহরাঞ্চলে দখলদারির কথা আসে, তখন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। আগের সরকারগুলি মনোযোগ দেয়নি। এটি জলের স্বাভাবিক গতিপথকে অবরুদ্ধ করার কারণে অনেক সমস্যা সৃষ্টি করছে।' উপ-মুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ আরও বলেছেন, 'পরিস্থিতি তৈরি হলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের জন্য যা যা করা দরকার তা করবে।'

কলকাতা থেকে জেলায় বুধবার ফের রাত দখলের ডাক

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বুধবার ফের রাত দখলের ডাক। কলকাতা থেকে জেলায় এদিন ফের দিকে দিকে রাত দখলের ডাক। রাত ৯ থেকে ১০টা আলো নিভিয়ে প্রতিবাদের আহ্বান জানিয়েছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। এদিন আর জি করের আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে নির্যাতিতার পরিবারও। গত ৯ আগস্ট আর জি করে চিকিৎসককে ধর্ষণ খুনের ঘটনা ঘটে। বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি রয়েছে সর্বোচ্চ আদালতে। তার আগে ''বিচার পেতে আলোর পথে''র ডাক দিয়েছেন আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকরা। তাঁদের আহ্বান রাত ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত এক ঘণ্টা ঘরের আলো নিভিয়ে কোনও প্রদীপ বা মোমবাতি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসুন।
নিজেদের এলাকাতেই মানব বন্ধন গড়ার আহ্বানও জানিয়েছেন আন্দোলনরত চিকিৎসকরা।
সুবিচারের দাবিতে এই কর্মসূচি বলেই জানাচ্ছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। ডা. অনিকেত মাহাতো জানান, রাত ৯টা থেকে আলো বন্ধ রাখব। আলো বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে আসুন অভয়ার বিচারের দাবিতে। যে যেভাবে পারবেন শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করুন।''''

২০২৭ সালে মানুষ অখিলেশের স্বপ্নকে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেবে : রাকেশ ত্রিপাঠি

লখনউ, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো ও উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবের বুলডোজারের বক্তব্যকে তীব্র নিশানা করলেন বিজেপির উত্তর প্রদেশের নেতা রাকেশ ত্রিপাঠি। তিনি বলেন যে, ২০২৭ সালে জনগণ অখিলেশের স্বপ্নকে বুলডোজ (গুঁড়িয়ে) করে দেবে। তিনি বলেন, অপরাধীদের ওপর বুলডোজার ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু অখিলেশের পেটে ব্যথা হচ্ছে কেন? প্রসঙ্গত, বুলডোজার—কাণ্ড নিয়ে অখিলেশ বলেন, এটা অসাংবিধানিক। উল্লেখ্য, ভদরসা এলাকায় নাবালিকাকে ধর্ষণে

অবিশ্রান্ত বর্ষণে গুরুগ্রামে জল জমে ভোগান্তি, স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত

গুরুগ্রাম, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ভিজল হরিয়ানার গুরুগ্রাম। প্রবল বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমে ভোগান্তির শিকার হয়েছেন বহু মানুষ। স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বুধবার দুপুরে গুরুগ্রামে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে অনেক এলাকায় জল জমে যায়, বিদ্যুৎ বিভ্রাটের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পুরানো গুরুগ্রাম-দিল্লি এবং সোহনা সড়ক, রাজীব চক, হিরো হোন্ডা চক, সুবাস চক এবং আরও অনেক এলাকায় যানবাহন চলচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। নিচু এলাকাগুলো জলে তলিয়ে গিয়েছে।মঙ্গল ও বুধবারের মধ্যবর্তী রাতেও গুরুগ্রাম এবং এর আশেপাশের অঞ্চলের বেশিরভাগ অংশে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়েছে। ভারী বৃষ্টিতে গুরুগ্রামে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, হরিয়ানার ফরিদাবাদ, নুহ, পালওয়াল, ভিওয়ানি, চরকি দাদরি, ঝাজ্জার এবং রোহতকের কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে।

সিবিআইয়ের প্রতি চার প্রশ্ন কুণালের

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আর জি কর-কাণ্ডের তদন্তভার সিবিআই নেওয়ার পর যত দিন যাচ্ছে, ওই কেন্দ্রীয় সংস্থার ওপর রাজ্যের শাসক দলের উষ্মাও বাড়ছে। সিবিআইয়ের প্রতি বুধবার চারটি প্রশ্ন রাখলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।
এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেছেন, 'আর জি করে ডাক্তারি ছাত্রী খুনে সঞ্জয় রায় একাই ছিল নাকি আরও কেউ যুক্ত ছিল? এটা কি স্রেফ একটি নারকীয় ঘটনা নাকি কোনও চক্র অন্য কোনও কারণে এই ঘটনা ঘটিয়েছে? তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগ সিবিআই আনলে তাঁদের এদের কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে। এবং এব্যাপারে যদি সিবিআই নির্দিষ্ট কারণ ব্যাখ্যা করে তাহলে তাঁদের এও বলতে হবে,

পাঁচতারা হোটেলে সঙ্গীতশিল্পীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ, ধৃত ২

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বাইপাস লাগোয়া পাঁচতারা হোটেলে এক সঙ্গীতশিল্পীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে। প্রগতি ময়দান থানায় দায়ের হয়েছে অভিযোগ। ঘটনায় দুই জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেই খবর।
মঙ্গলবার প্রায় মাঝরাতে ঘটনাটি ঘটে সায়েন্স সিটির কাছে থাকা এক নামী বহুজাতিক হোটেলে। সেখানে জন্মদিনের এক পার্টি চলছিল। শিল্পী ও তাঁর বোন হেনস্তার শিকার হন। ডান্স ফ্লোরে তাঁদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করা হয়। হুমকিও নাকি দেওয়া হয়। অভিযোগ পেয়েই বিষয়টির তদন্ত শুরু করে প্রগতি ময়দান থানার পুলিশ।
পুলিশ সূত্রে খবর ওই দুই অভিযুক্তের এক জনের নাম অরুণ কুমার। তাঁর বয়স ৬০। তিনি একজন প্রবাসী ভারতীয়। থাকেন ইটালিতে। বাড়ি দিল্লির প্রীতমপুরা এলাকায়। দ্বিতীয় জনের নাম রিঙ্কু গুপ্তা। তাঁর বয়স ৪৩। বাড়ি কলকাতার বৌবাজার এলাকায়। পুলিশ দু'জনের বিরুদ্ধেই তদন্ত শুরু করেছে।

ORDER

WHEREAS, restriction was imposed in entire Jirania Sub Division under West Tripura District from 1:00 AM on 02.09.2024 to 1:00 AM on 05.09.2024 vide this office order No.F. 4(11)/DM/W/JDL/Vol-IV/2013/1132 dated 01.09.2024 u/s 163 of the BNSS, 2023;

AND

WHEREAS, as per information received from the Superintendent of Police, West Tripura vide letter No. 34655/SP(DIB)/WD/2024 dated 04.09.2024, there is still an apprehension of breach of peace and tranquility, danger to human life and property, obstruction and injury to person under Jirania Sub Division;

AND

WHEREAS, I, Dr. Vishal Kumar, IAS, District Magistrate & Collector, West Tripura District, Agartala am satisfied that there are sufficient grounds for imposing further restriction on movement of people to prevent any untoward incident and to prevent breach of public peace and tranquility and imposition of prohibitory order u/s 163 of the BNSS, 2023 is urgently required in entire Jirania Sub Division under West Tripura for a further period from 1:00 AM on 05.09.2024 to 1:00 AM on 08.09.2024;
NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred upon me U/S. 163 of the BNSS, 2023, I, Dr. Vishal Kumar, IAS, District Magistrate & Collector, West Tripura District, Agartala hereby prohibit assembly of 5 or more persons with or without arms in entire Jirania Sub- Division under West Tripura District from 1:00 AM on 05.09.2024 to 1:00 AM on 08.09.2024;
HOWEVER, this prohibitory order shall not be applicable to the :
1. Movement of Military/paramilitary force and State Police personnel engaged in maintenance of Law and Order.
2. Movement of the members of public authorized by the S.P. (West) and SDM of Jirania Sub-Division. 3. Movement of Government servants when it is essential for discharge of emergent official duties and 4. Movement of patients requiring immediate medical treatment.
In view of the emergent nature of situation and with a view to ensure public peace and tranquility, this order is passed ex-parte.
Any person violating this order shall be liable to be prosecuted U/S 223 of the BNS,2023.
The above restriction shall come into force with effect from 1:00 AM on 05.09.2024 to 1:00 AM on 08.09.2024.
Given under my seal and signature, this day of ...0.4th
ICA/D/780/24

(Dr. Vishal Kumar, IAS)
District Magistrate & Collector
West Tripura District.

বিজ্ঞপ্তি

২০২৪-২৫ ইং শিক্ষাবর্ষে পশ্চিম ত্রিপুরা, লেম্বুছড়াস্থিত মৎস্য মহাবিদ্যালয়ে বি. এফ. এস. সি ডিগ্রী কোর্সে ভর্তির জন্য কেন্দ্রীয় কৃষি মহাবিদ্যালয়, ইম্ফল, মনিপুর কর্তৃক বরাদ্দকৃত ৭ (সাত) টি আসন (৭ seats), ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন বোর্ডের চলতি বছর (২০২৪) পি. সি. বি গ্রুপের মেধার ভিত্তিতে দ্বিতীয় কাউন্সেলিং পর্বে বন্টন করা হবে।আসনের বিবরণ:
১) অসংরক্ষিত -৩ টি আসন (UR-৩ seats)
২) তপশিলি জাতি -১ টি আসন (ST-১ seat ৩) তপশিলি উপজাতি -১ টি আসন (SC-১ seat)
৪) ও. বি. সি (নন ক্রিমি লেয়ার)-২ টি আসন (OBC-২ seats)
এই ক্ষেত্রে যেসমস্ত ছাত্র/ছাত্রী অনলাইনে TBJEE ওয়েবসাইটে বি. এফ. এস. সি কোর্সকে পছন্দের তালিকায় দেখিয়েছে (Choice filling BF.Sc Course include করেছে) শুধুমাত্র সেসব ছাত্র/ ছাত্রী গণ নিম্নলিখিত documents সহ, যেমন:
১) বয়সের প্রমাণপত্র (Birth certificate / class ১০ Admit)
২) জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন বোর্ড কতৃক প্রাপ্ত মেধার প্রমাণপত্র (Seat allotment letter) ৩) মার্কশীট (Class ১২)
৪) স্থায়ী নাগরিকত্ব প্রমাণপত্র (PRTC)
৫) জাতি শংসাপত্র (Caste Certificate)
৬)ও.বি .সি সার্টিফিকেট (নন ক্রিমি লেয়ার-পরিবারের মোট বাৎসরিক আয় ২০২৩- ২০২৪ অর্থবর্ষে ৮(আট) লক্ষ পর্যন্ত)ইত্যাদি সহ আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (১০th September, ২০২৪) সকাল ১১.০০ ঘটিকায়(১১:০০ AMŠ কাউন্সেলিং এর জন্য কনফারেন্স হল, মৎস্য অধিকর্তার কার্যালয়, গুর্খাবস্তি, আগরতলায় উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
ভর্তির নূন্যতম যোগ্যতা :- অসংরক্ষিত এবং ও বি সি আসনের জন্য পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও জীববিদ্যায় ৫০ নম্বর এবং তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি আসনের জন্য পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও জীববিদ্যায় ৪০ নম্বর সহ হাইয়ার সেকেন্ডারি (H.S২) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
N.B- যেসকল ছাত্র/ ছাত্রীদের TBJEE এর ১ম রাউন্ড কাউন্সেলিংয়ে আসন বরাদ্দ করা হয়েছে, তাদের সেই আসনের Surrender letter সহ উপস্থিত হতে হবে।
ICA/D-785/24

Director of Fisheries
Government of Tripura

SHORT NOTICE INVITING TENDER

On behalf of the Directorate of Employment Services & Manpower Planning, Government of Tripura, Office lane, Agartala, sealed tenders are hereby invited from the experienced printing agencies of Tripura for printing of Leaflets in English and Bengali language. Tenders will be received in this Directorate from 10.30 a.m. to 4 p.m. in all working days up to 20th September, 2024. As per terms and conditions of Detailed Notice Inviting Tender (DNIT) intending bidders may collect detailed copy of DNIT and other details from the office of the undersigned in any working days during office hours up to 19.09.2024. Interested Bidder may also download the same from the website of this Department www.employment.tripura.gov.in.
ICA/C/ 1423/24

(A. Saha, TCS SSG)
Director
Employment Services & Manpower Planning

NOTICE INVITING TENDER

Sl. No.	Description of work	Qnty.	Cost of document	Last date & time for application	Issue of Bidding document	Bidding document Selling & Dropping Center	Dropping date & time	Opening date & Time
1	Hiring of 1(One) No. "Ecco" vehicle under office of the Superintendent of Agriculture, Tepania Agri. Sub-Division, Udaipur, Gomati, Tripura.	1(One) No.	Rs.200/- only	During office hours on 05/09/2024	Up to 4.00 pm on 10/09/2024	Office of the Superintendent of Agriculture, Tepania Agri. Sub-Division, Gomati, Tripura.	Up to 3.00 P.M. on 12/09/2024	On 12/09/2024 at 3.00 P.M

ICA/C-1428/24

Supdt. of Agriculture
Tepania Agri. Sub-Division
Udaipur, Gomati District

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 12/NIT/EE/PWD/AMP/2024-25
Dated: 03-09-2024

Memo No.F.TC-I(P-1)/EE/PWD/AMP/3189-3258 2024 Dated: 03-09- 24
Cost of Tender form: Rs.1,000.00/- (One thousand) only.
Last date and time for document downloading and bidding: -10-09-2024 upto 15.00 hrs. Time and date for opening of bid: 10-09-2024 at 16:00 hrs. (if possible.)

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion	Class of Bidder
1	DNIT NO:- 18/DNIT/R/EE/PWD/AMP/2024-25	Rs.24,23,343.00	Rs.48,467.00	90Days	Appropriate Class
2	DNIT NO:- 19/DNIT/R/EE/PWD/AMP/2024-25	Rs.24,24,034.00	Rs.48,481.00	90 Days	
3	DNIT NO:- 20/DNIT/R/EE/PWD/AMP/2024-25	Rs.24,20,792.00	Rs.48,416.00	90 Days	
4	DNIT NO:- 21/DNIT/R /EE/PWD/AMP/2024-25	Rs. 24,22,215.00	Rs.48,444.00	90 Days	
5	DNIT NO:- 22/DNIT/R/EE/PWD/AMP/2024-25	Rs. 24,26,872.00	Rs.48,537.00	180 Days	

Tender can also be seen in the website https://tripuratenders.gov.in.
All other necessary information can be seen in the Amarpur Division PWD(R&B) office in office hours.
ICA/C/1419/24

For and on behalf of Governor of Tripura
Executive Engineer
Amarpur Division, PWD(R&B) Amarpur, Gomati Tripura

No.F.22(26)/TSPCB/Wild Bee-NTFP
September 03, 2024
EXPRESSION OF INTEREST

The Tripura State Pollution Control Board invites Expression of Interest (EoI) (Technical and Financial bid) from the reputed Firms/Non-Governmental Organizations (NGOs)/ Self Help Groups (SHGS)/ Social Welfare Societies/ Educational Institutes of Tripura for Conducting Certificate Course on "Apiculturist (wild bee)-NTFP (Non-Timber Forest Produce)".
The EoI may be downloaded at https://tspcb.tripura.gov.in from 04/09/2024 at 03:00 p.m.
The Sealed cover containing EoI can be sent through Registered Post/Speed post addressed to the Member Secretary, TSPCB, Parivesh Bhawan. P.N.Complex. Gurkhabasti, Agartala, West Tripura. Pin- 799006 within 25/09/2024 upto 3:00 p.m. The sealed EoI can also be dropped physically in the office of Tripura State Pollution Control Board at Gorkhabasti. Agartala, West Tripura within the stipulated date & time.
The EoI shall be opened at 3:30 p.m. on 25/09/2024, if possible.

Sd/- Member Secretary
ICA/C/1408/24

PNIT No. F. 11/EE/PWD(R&B)/KHW/ 2024-25
date: 30-08-2024

The Executive Engineer, Khowai Division, PWD(R&B), Khowai, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following works:

Sl. No.	Name of work/ DNIeT	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1	DNIeT No: 28/EE/PWD(R&B)/KHW/2024-25	₹ 24,23,325.00	₹ 48,467.00	180 (one hundred eighty) Days
2	DNIeT No: 29/EE/PWD(R&B)/KHW/2024-25	₹ 22,06,456.00	₹ 44,129.00	90 (Ninety) Days
3	DNIeT No: 30/EE/PWD(R&B)/KHW/2024-25	₹ 24,19,150.00	₹ 48,383.00	90 (Ninety) Days
	DNIeT No: 31/EE/PWD(R&B)/KHW/2024-25	₹ 24,20,289.00	₹ 48,406.00	90 (Ninety) Days

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/1415/24

Executive Engineer
Khowai Division, PWD(R&B)
Khowai Tripura

Notice Inviting Tender

The Directorate of Kokborok & Other Minority Languages, Government of Tripura invites Open Tenders from the bonafide Printing Agencies/Firms for printing of 3 (three) nos. Bishnupriya Manipuri Language Literary Book, namely - 1. "JINER LALFAM" by Smt. Paheli Mukherjee,2. "TIEA-MIEA" by Madhumangl Sinha, 3. "HAPAN" by Sri Amit Sinha eminent writers of Bishnupriya-Manipuri language. The interested bidders are requested to quote their rate for printing of the Bishnupriya Manipuri Language Literary Books as per details below:-

Scope of work in brief	EMD	Contract period	Period of collecting bidding of Documents	Date of Submission of Tender
3(three) nos. Bishnupriya Manipuri Language Literary Book, namely – 1. JINER LALFAM 2. TIEA-MIEA 3. HAPAN	Rs. 10,000/-(refundable)	20 days from the date of Award of Contract (AoC)	from the office of the Directorate of Kokborok & OML, Shiksha Bhavan, Office Lane -Time: 11:00 am to 5:00 pm on all working days from 09-09-24 to 17-09-24	at the office of the Directorate of Kokborok & OML, Shiksha Bhavan, Office Lane – Time: 11:00am 5:00 pm On all working days From 10-09-24 to 17-09-24, 3:30 pm.

Detailed tender notice, schedules and tender documents can be obtained from the office of the Directorate of Kokborok & Other Minority Languages, Shiksha Bhavan, Office Lane, Agartala from 09-09-24 to 17-09-24 at 11:00 am to 5:00 pm on all working days. The details tender notice will also be available at the Directorate's Website https://kokborokoml.tripura.gov.in/.
The interested bidders are requested to go through the instructions/terms & conditions/critical dates/eligibility criteria noted in the DNIT minutely.
DNIT.
Eligible bidders shall participate in bidding by following the due process as mentioned in the All future Addendum/Corrigendum pertaining to this tender, if issued, shall be made available in the Directorate of Kokborok & OML office's Notice Board & also in the Directorate's Website https://kokborokoml.tripura.gov.in/.
ICA/C/1433/24

(S. Singh, TCS) Deputy Director
Head of Office
Kokborok & Other Minority Languages
Shiksha Bhavan, Agartala.

Notice Inviting Quotations for Supply and Installation of Colour Printers

Sealed Quotations are hereby invited by the Directorate of Information Technology, Government of Tripura, ITI Road, Indranagar, Agartala-6 for supply of 2(two) nos. Colour Printers for office use.
Detailed terms & conditions may be seen at https://dit.tripura.gov.in/
The interested bidders may now drop their quotation at the office of the undersigned on or before 12/09/2024 by 2 P.M.
ICA/C/1410/24

Director. IT Govt. of Tripura

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সন্তানকে বড় করতে গিয়ে বাড়ছে ক্লান্তি-উদ্বেগ ?

মাতৃত্ব যতটা সুখের, ঠিক ততটাই ঝক্কির। খুদের বেড়ে ওঠা, তার ভাল-মন্দের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে সব সময়েই আশঙ্কা কাজ করে। সন্তানকে নিয়ে উৎকণ্ঠা, তার দায়দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে অনেক সময় ক্লান্তি, উদ্বেগ চেপে বসে। শুধু মা নন, বাবার জীবনেও বাড়তি দায়িত্ব এসে যায়। সন্তানকে সামলানোর পাশাপাশি এই সময় নিজেদের শরীর ও মনের খেয়াল রাখাটাও জরুরি। কী ভাবে ভাল থাকবেন শিশুর অভিভাবকেরা?

মনোরোগ চিকিৎসক শর্মিলা সরকার বলছেন, "আমাদের দেশে সাধারণত সন্তানকে ছোট থেকে বড় করার গুরু দায়িত্বটা মায়েদের কাঁধে এসে পড়েই। একেবারে ছোট শিশুর ভাল-মন্দ, সবটাই মায়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। তার উপর মা যদি চাকরিরতা হন, উদ্বেগের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। ঘরে-বাইরে কী ভাবে চাপ সামাল দেবেন, বুঝতে পারেন না।"

ভাল থাকার উপায় নিয়ে মনোরোগ চিকিৎসকের পরামর্শ

১. এই সময়টা মায়েদের জগৎ শুধু সন্তান-কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। তার উপর স্বামী-সংসার সামলাতে গিয়ে নিজের দিকে তাকানো হয় না। নিজের মতো করে সময় বার করে বিশ্রাম নেওয়া জরুরি। খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল খাওয়া। অনেক সময় বাড়ির অন্য সদস্যেরা খান না বলে সেই খাবার পাতেই ওঠে না। পছন্দের খাবার খেলেও মন ভাল থাকবে। পাশাপাশি, নিজের ভাললাগার বিষয়গুলি নিয়ে চর্চা চালিয়ে যেতে হবে।

২. প্রথম সন্তানের জন্মের পর বাবা-মায়ের উদ্বেগ বেশি থাকে। সন্তান সামলানোর পূর্বঅভিজ্ঞতা না থাকায় সামান্য বিষয়েই বিচলিত হয়ে পড়েন অনেক মা। এ ক্ষেত্রে যদি আর পাঁচজন অভিজ্ঞ মায়ের সঙ্গে নিজের ভাবনা ও উৎকণ্ঠার কথা ভাগ করে নেন, তা হলে জরুরি পরামর্শ মিলতে পারে। তাঁদের কথা শুনে বুঝতে পারবেন, কী হলে, কোনটা করা প্রয়োজন।

৩. সপ্তাহভর কাজের পর মায়েদেরও ছুটি দরকার। বাবাদেরও সারা সপ্তাহ শেষে বিশ্রাম প্রয়োজন। শর্মিলার পরামর্শ, সপ্তাহান্তে সন্তানকে নিয়েই দু'জনে বাইরে যেতে পারেন। কোথাও ঘোরাঘুরি বা রেস্তোরাঁয় খাওয়া-দাওয়া করলে একসঙ্গে কিছুটা ভাল সময় কাটবে। একঘেয়েমি দূর হবে। মানসিক ক্লান্তি দূর করতে স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে ভাল সময় কাটানো জরুরি। ৪. সন্তানের দায়-দায়িত্ব নিয়ে বাড়তি চাপও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। খুদেকে স্কুলে দিতে যাওয়া নিয়ে আসা, তাকে খেলতে নিয়ে যাওয়া, আঁকা শিখতে নিয়ে যাওয়া, তাকে কে পড়াবেন ইত্যাদি নিয়ে মনোমালিন্য অনেক সময় মানসিক চাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিষয়গুলি নিয়ে যদি স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মধ্যে স্পষ্ট করে কথা বলে নিতে পারেন, তাতে লাভ হতে পারে। যদি সম্ভব হয়, বাবা খুদেকে স্কুলে দিয়ে আসতে পারেন। আবার তা না হলে, বিকল্প উপায় ভাবা প্রয়োজন।

৫. মায়েরা যদি বাইরে কর্মরতা হন তা হলে অফিসের ঝক্কি সেখানেই শেষ করে আসতে হবে। অফিসের কাজের চাপ বাড়িতে নিয়ে এলে সংসার সামলানো মুশকিল হয়ে যায়। তাঁকেই ভাবতে হবে, কী ভাবে দুই জগতের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করবেন। তবে এই সমস্ত কিছুর মধ্যেই যেন অগ্রাধিকার পায় তাঁর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য। নিয়ম করে ব্যায়াম, প্রাণায়াম করলে উদ্বেগ বশে রাখা যায়। তাই সারা দিনে অন্তত ১০-১৫ মিনিট নিজের স্বার্থেই শরীরচর্চায় ব্যয় করা দরকার। সেই সঙ্গে প্রয়োজন পর্যাপ্ত ঘুম।

পোষ্য কুকুরের জন্য সব খাবার ঠিক নয়

পোষ্য কুকুরের জন্য সব খাবার ঠিক নয়। বাড়িতে যা যা রান্না হয় তার সবকিছু মোটেই দেওয়া যায় না কুকুরদের। কোন প্রজাতির কুকুর, তার আকার, ওজন কেমন, সব দেখে তবে পোষ্যের ডায়েট ঠিক করতে হয়। এই কাজে অভিজ্ঞ পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই শ্রেয়। বাড়িতে আদরের পোষা কুকুরকে অনেক সময়ে অজান্তেই এমন কিছু খাওয়ানো হয় যা তাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তেমনই একটি খাবার হল চকোলেট। সে ডার্ক চকোলেট হোক, ক্যাডবেরি, চকোলেট কেক বা কুকিজ যা-ই হোক না কেন, কুকুরের পেটে গেলে তা বিষক্রিয়ার কারণও হয়ে উঠতে পারে।

কেন কুকুরের জন্য ক্ষতিকারক চকোলেট?

চকোলেটে থিয়োব্রোমিন এবং ক্যাফিন নামক উপাদান থাকে যা মানুষ হজম করতে পারলেও, কুকুরদের পক্ষে হজম করা কঠিন। এই উপাদান পেটে গেলে কুকুরের পেটের গোলমাল তো হবেই, পাশাপাশি হৃৎস্পন্দনও অনিয়মিত হয়ে যেতে পারে। থিয়োব্রোমিন স্নায়ুর চাপ বাড়িয়ে দিতে পারে। হার্ট, লিভার, কিডনির উপরেও প্রভাব ফেলে।

খুব সামান্য পরিমাণ চকোলেট খেলেও সারমেয়দের যকৃতের রোগ হতে পারে। যদি বেশি পরিমাণে চকোলেট খেয়ে ফেলে তা হলে শরীরের ভিতর রক্তক্ষরণও শুরু হতে পারে। এমনও দেখা গিয়েছে, চকোলেট খেয়ে হৃদরোগে মৃত্যু হয়েছে কুকুরের। চকোলেটের জাইলিটল যৌগ পেটে গেলে সারমেয়দের বমি হতে পারে। হজম প্রক্রিয়ায় গোলমাল শুরু হয়। কোকো পাউডারও কিন্তু কুকুরদের জন্য স্বাস্থ্যকর নয়। পোষ্য খেয়ে ফেললে তার লক্ষণ ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই দেখা যায়। বমি, পেটের গন্ডগোল তো বটেই এর পাশাপাশি বেড়ে যেতে পারে মূত্রের পরিমাণও। তাই ভুল করেও যদি পোষ্য চকোলেট খেয়ে ফেলে ও রোগের লক্ষণ দেখা দিতে থাকে, তা হলে দেরি না করে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

ভরা বর্ষাতেও দুপুরের ভোজে চিংড়ি চাই ?

ভরা বর্ষাতেও ইলিশ ছেড়ে চিংড়ি মাছের জন্য পাগল এমন বাঙালির সংখ্যাও কম নেই। মালাইকারি হোক কিংবা ভর্তা, চিংড়ির যে কোনও পদ দিয়েই জমিয়ে ভূরিভোজ সারতে ওস্তাদ বাঙালি। তবে অনেকেই আবার পেটের গন্ডোগোলের ভয় বর্ষায় চিংড়ি মাছ খেতে ভয় পান। চিংড়ি রান্নার সময়ে কিছু সাধারণ ভুল অনেকেই করে থাকেন। যার জেরেই হয় পেটের সমস্যা। দেখে নিন, চিংড়ি রান্নার সময়ে কোন ভুলগুলি একেবারেই করা চলবে না।

১) গোটা সপ্তাহের মাছ একবারেই বাজার করে ফ্রিজে রেখে দেন? রান্নার খানিক ক্ষণ আগে মাছগুলি ফ্রিজ থেকে বার করে মাইক্রোওয়েভে ডিফ্রস্ট করেই রান্না সারেন অনেকে। তবে চিংড়ি মাছের ক্ষেত্রে এই ভুল করলে স্বাদ বিগড়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল উপায় হল, রান্নার আট থেকে দশ ঘণ্টা আগেই মাছটি ফ্রিজ থেকে বার করে রাখা। ২) কালিয়া হোক কিংবা কারি, অনেক পদের ক্ষেত্রেই বেশি করে মাছ ভেজে নিলে স্বাদ বাড়ে। চিংড়ির মাছ বেশি ভাজলে স্বাদ একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। চিংড়ি তেলে ছেড়ে হালকা গোলাপি হলেই তুলে ফেলুল। আর চিংড়ি মাছ ভাজার সময়ে তেল হালকা গরম করুন। অতিরিক্ত গরম তেলে এই মাছ ভাজলে স্বাদ বিগড়ে যায়। ৩) চিংড়ি রান্নার আগে শিরা বার করতে ভুলবেন না। না হলে পেটের সমস্যা হতে পারে। ছুরি কিংবা টুথপিক দিয়ে বাড়িতেই আপনি চিংড়ি পরিষ্কার করে নিতে পারেন। যদি নিজের করতে অসুবিধা হয়, তা হলে চিংড়ি কেনার সময়েই করিয়ে নেওয়া ভাল। অনলাইনে মাছ কিনলেও চিংড়িগুলি আদৌ পরিষ্কার কি না, সে দিকে নজর রাখতে ভুলবেন না যেন।

৪) চিংড়ি পরিষ্কার করার সময়ে আমরা পুরো খোসাটাই ছাড়িয়ে দিই। তবে বাকি খোসাটা ছাড়িয়ে দিলেও লেজটুকু ফেলবেন না। এতে চিংড়ি মাছগুলি ভেঙে যাবে না। খেতেও সুবিধা হবে।

৫) বাজার থেকে হিমায়িত চিংড়ি না কিনে টাটকা চিংড়ি কেনাই উচিত। কারণ, এই ধরনের চিংড়িগুলি রাসায়নিক দিয়ে সংরক্ষণ করা হয় বলে তার স্বাদ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

খাবারে তেল বেশি পড়ে গেলেও দুর্ভাবনার প্রয়োজন নেই, তিন উপকরণ শুষে নেবে

বাড়িতে গ্যাস-অম্বলের রোগী আছে। সেই সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরলের সমস্যাও রয়েছে। তাই মাপা তেলে রান্না করা ছাড়া উপায় নেই। তবু কোনও এক দিন মাংস রাঁধতে গিয়ে তেল বেশি পড়ে গিয়েছে। খাবার তো আর ফেলে দেওয়া যায় না। তার চেয়ে খাবার থেকে তেলের পরিমাণ কমানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। কিছু উপায় রয়েছে। জেনে রাখলে সুবিধা হবে।

খাবার ফ্রিজে রাখুন- অবার থেকে তেলের পরিমাণ কমাতে রান্নার পর খাবার ঠান্ডা করে নিন। তার পর ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখুন কিছু ক্ষণ। খাবার ঠান্ডায় জমে এলে উপর থেকে বাড়তি তেল ভেসে উঠবে। তখন চামচ দিয়ে তেলের অংশটুকু ফেলে দিলেই আর কোনও সমস্যা হবে না।

ময়দা- খাবার থেকে বাড়তি তেল শুষে নিতে পারে ময়দা। তেল বেশি পড়ে গেলে খানিকটা ময়দা মিশিয়ে দিন খাবারে। তা হলেও খানিকটা রক্ষা হবে। তবে ময়দাও শরীরের জন্য দারুণ উপকারী নয়। তাই ময়দা মেশালেও তার পরিমাণ যেন কম হয়। খুব বেশি হলে আবার স্বাদও নষ্ট হবে।

পাউরুটি- খাবার থেকে তেলের ভাগ কমাতে সাহায্য করতে পারে পাউরুটি। যদি দেখেন রান্নায় তেল ভাসছে পাউরুটির টুকরো দিয়ে দিন। পাউরুটি খাবারের তেল শুষে নেবে। ঝোল চুপচুপে পাউরুটিগুলি যদি আলাদা করা না-ও যায়, তাতেও সমস্যা নয়। খাবারের সঙ্গে মিশে গেলে স্বাদের বড়সড় কোনও বদল আসবে না।

বারান্দায় টবে কারিপাতা গাছ পুঁতেছেন কী ভাবে যত্ন নেবেন

বাড়িতে মাঝেমাঝে দোসা, উপমা বানান। আর দক্ষিণ ভারতীয় খাবার মানেই তাতে অবধারিত পুদিনা পাতা থাকবে। অড়হড় ডাল বানালেও তাতে খানিকটা কারিপাতা দিয়ে দেন। আসল ব্যাপার হল বাড়িতে কারিপাতা খাওয়ার চল রয়েছে। প্রায়ই দরকার হয় বলে বাড়ির পাশের একফালি জায়গায় কারিপাতা গাছ পুঁতেছেন। এতে অনেকটা সুবিধা হবে ঠিকই।

তবে কারিপাতা গাছের যত্নও নিতে হবে বুঝেশুনে। কোন দিকগুলিতে বেশি নজর দেবেন? জল- কারিপাতা গাছে জল দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। প্রতি দিন গাছে জল দেওয়ার দরকার পরে না। ২-৩ দিন অন্তর বেশি করে জল দিলেই যথেষ্ট। বেশি জল দিলে আবার গাছের গোঁড়া পচে যেতে পারে।

সূর্যালোক- কারিপাতা গাছের প্রয়োজন পর্যাপ্ত সূর্যালোক। তাই সরাসরি যাতে রোদ পায় গাছ, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সারা দিনে অন্তত ৬ ঘণ্টা রোদের সংস্পর্শে থাকলে কারিপাতা গাছ তরতরি বেড়ে উঠবে। বাড়ির বারান্দা যদি দক্ষিণ খোলা হয়, তা হলে সেখানেই রাখা যেতে পারে।

মাটি-কারিপাতা গাছের ক্ষেত্রে মাটির ধরন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাটি ভিজে থাকলে গাছের সমস্যা হতে পারে। তাই মাটি যেন বিশেষ ভিজে না থাকে। সারের ক্ষেত্রেও ভেষজ হলে ভাল হয়।

কৃত্রিম সার কারিপাতার গাছের জন্য ভাল নয়। পোকামাকড়ের আনাগোনা গাছে পোকামাকড় ধরেছে কি না, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। পাতার ধার বরাবর ছোট ছোট ছিদ্র কিংবা অতিরিক্ত পাতা ঝরা পতঙ্গের ইঙ্গিত হিসাবে ধরা যেতে পারে। তৎক্ষণাৎ সাবধান হওয়া জরুরি। সেক্ষেত্রে পোকামাকড় নিধন করার কীটনাশক কিংবা স্প্রে ব্যবহার করতে হবে।

মনমেজাজ ভাল নেই ? মাথায় নয় নাভিতে তেল মালিশ করে দেখতে পারেন

সারা দিন ক্লান্তির পর তেল মালিশ করলে শরীর ও মন দুই-ই চাঙ্গা হয়ে ওঠে। শরীরের কোন অংশে তেল মালিশ করছেন, তার উপরে নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন উপকারিতা। আয়ুর্বেদে নাভিতে তেল মালিশের নানা উপকারের উল্লেখ আছে। এই শাস্ত্র মতে, নাভি হল এমন একটি স্থান, যেখানে শরীরের সব শক্তি সঞ্চিত থাকে। তাই শরীরের এই অংশটি মালিশ করলে নানা ধরনের উপকার পাওয়া যায়। নিয়ম করে নাভিতে তেল মালিশ করলে কী কী লাভ হয় শরীরের?

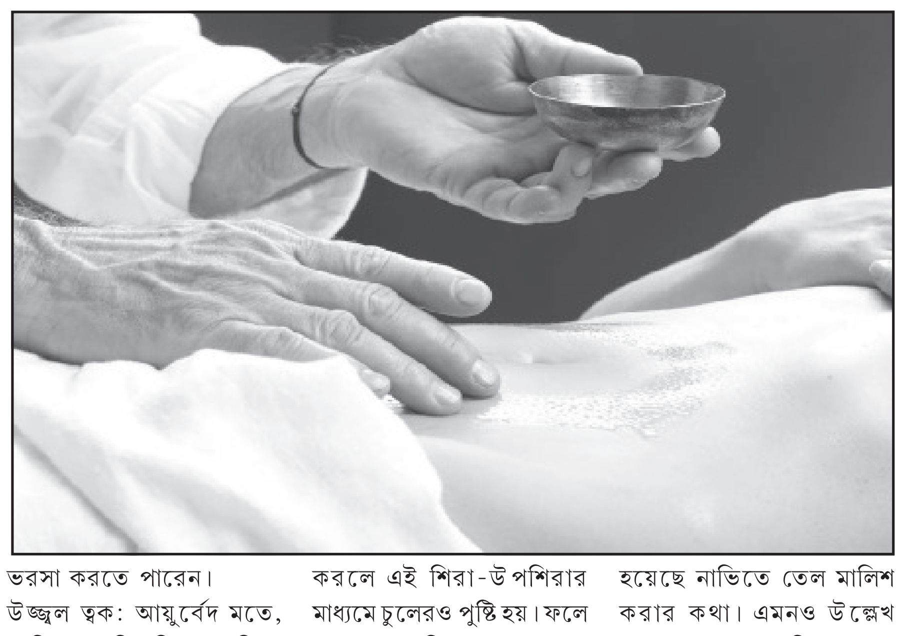

হজমশক্তি ভাল হয়: নাভিতে তেল মালিশ করলে পেটে রক্ত চলাচলের পরিমাণ বাড়ে। ফলে হজমক্ষমতা বাড়ে। যাঁদের কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা আছে, তাঁদেরও উপকার হয়।

মন শান্ত হয়: নাভিতে তেল মালিশে মন শান্ত হয়। এমনও বলা হচ্ছে আয়ুর্বেদে। মনসংযোগ বাড়ে, আবেগে নিয়ন্ত্রণ আসে। উদ্বেগ কমাতেও এই অভ্যাসের উপর ভরসা করতে পারেন।

উজ্জ্বল ত্বক: আয়ুর্বেদ মতে, নাভিতে নিয়মিত অলিভ তেলের মালিশ ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে দিতে পারে। এতে ত্বকে রক্ত চলাচলের পরিমাণ বাড়ে। কমে ত্বকে দূষিত পদার্থের পরিমাণ। তাতেই উজ্জ্বল হয় ত্বক।

চুলের বৃদ্ধি: হাজার হাজার শিরা-উপশিরা নাভির সঙ্গে যুক্ত। তার অনেকগুলিই শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে মাথার ত্বকে। আয়ুর্বেদ বলছে, নাভিতে তেল মালিশ করলে এই শিরা-উপশিরার মাধ্যমে চুলেরও পুষ্টি হয়। ফলে চুলের বৃদ্ধি হয় দ্রুত।

যৌনক্ষমতা: নারী কিংবা পুরুষের যে কেউই যদি নাভিতে নিয়মিত তেল মালিশ করেন, তা হলে যৌনক্ষমতা বাড়ে। এ ক্ষেত্রে নিম তেল, নারকেল তেল দিয়ে নাভিতে মালিশ করলে উপকারিতা বেশি হয়। গাঁটের ব্যথা কমে: এই জাতীয় ব্যথা কমানোর দাওয়াই হিসেবে আয়ুর্বেদে বলা হয়েছে নাভিতে তেল মালিশ করার কথা। এমনও উল্লেখ রয়েছে, এতে নাকি হাড়ের ঘনত্ব বাড়ে। চোখের সমস্যা কমে: সারা দিন কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে থাকা বা বই পড়ার মতো অভ্যাসের ফলে চোখ শুকিয়ে যেতে পারে। চিকিৎসার পরিভাষায় যাকে বলে "ড্রাই আইজ"। নাভিতে নিয়মিত তেল মালিশে এই সমস্যাও কমতে পারে।

বর্ষায় আনারসি ইলিশ দিয়ে হোক ভূরিভোজ

বর্ষাকাল মানেই বাঙালির হেঁশেলে ম ম করে ইলিশ মাছের গন্ধ। ঝিরিঝিরি বৃষ্টির দুপুরে ধোঁয়া ওঠা গরম খিচুড়ির সঙ্গে কিংবা কালোজিরে, বেগুন দিয়ে পাতলা ঝোল পাতে আলো করে থাকে ইলিশ। পদ যাই হোক, ইলিশ থাকলে আর কিছু না হলেও যেন চলে যায়। সর্ষে বাটা দিয়ে, ভাপা, পাতুরি ইলিশের এই পদগুলি প্রতি বর্ষায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খাওয়া হয়ই।

তবে ইলিশ দিয়ে ভিন্ন রকম কিছু বানাতে চাইলে বানিয়ে ফেলুন আনারসি ইলিশ। রইল সহজ রেসিপি।

উপকরণ: ৪ টুকরো ইলিশ মাছ (রিং করে কাটা)

স্বাদ মতো নুন ১ চা-চামচ

হলুদ গুঁড়ো ১ কাপ

আনারসের রস

আধ কাপ আনারসের টুকরো

৩ টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা

৪ কোয়া রসুন, ৩ টি কাঁচালঙ্কা

প্রণালী:

প্রথমে ইলিশ মাছে নুন আর সামান্য হলুদ গুঁড়ো মাখিয়ে হালকা করে ভেজে নিন। আদা রসুন আর কাঁচা লঙ্কা বেটে একটি মিশ্রণ তৈরি করে নিন। এ বার একটি কড়াইয়ে তেল গরম করে সেই পেঁয়াজের মিশ্রণটি ভাল করে কষিয়ে নিন।

মিশ্রণে নুন দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। এ বার মশলার মধ্যে আনারসের রস দিয়ে ভাল করে ফুটিয়ে নিন। ঝোল ফুটে এলে তাতে ভাজা ইলিশ মাছ আর আনারসের টুকরো দিয়ে মিনিট পাঁচেক ঢেকে রান্না করুন। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন ইলিশ ও আনারসের এই যুগলবন্দি।

ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী ভারতীয় হাইকমিশনার

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০৪।। আইসিসিআর বৃত্তি নিয়ে উচ্চতর পড়াশোনার জন্য ভারতে যাওয়া বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ভারতীয় হাইকমিশন। বুধবার (৪ সেপ্টেম্বর) এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ভবিষ্যতের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, উভয় দেশের তরুণরা জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের অভিন্ন লক্ষ্যের মূল্যবান অংশীদার হয়ে উঠবে। এ উপলক্ষে সমবেত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে হাইকমিশনার ভার্মা তাদের কর্মজীবনের নতুন যাত্রায় স্বাগত জানান এবং দু”দেশের জনগণের মধ্যে দৃঢ় সংযোগ গড়ে তুলতে শিক্ষা ও জ্ঞান বিনিময়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরেন। এ বছর বাংলাদেশের প্রায় ৫৫০ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন একাডেমিক কোর্সের জন্য মর্যাদাপূর্ণ আইসিসিআর বৃত্তি পেয়েছে।
পুরস্কারপ্রাপ্তরা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (আইআইটি), ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এনআইটি), দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি মর্যাদাপূর্ণ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিসিন, আইন, ভাষাতত্ত্ব, চারুকলা, সামাজিক বিজ্ঞানের মতো বিভিন্ন শাখায় স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি কোর্সে উচ্চতর পড়াশোনা করার সুযোগ পাবেন। আইসিসিআর স্কলারশিপ প্রোগ্রাম ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
ভারতীয় হাই কমিশন বলেছে, তারা এই কর্মসূচিকে সমর্থন করতে এবং আমাদের দুই দেশের মধ্যে জোরালো শিক্ষাগত বিনিময় প্রচারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ভারতের আর্থিক প্রবৃদ্ধি 7% হবে, পূর্বাভাস বিশ্ব ব্যাঙ্কের

নয়াদিল্লি, ০৪ সেপ্টেম্বর : ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ভারতের প্রবৃদ্ধি বেড়ে ৭ শতাংশ হতে পারে বলে মনে করেছে বিশ্বব্যাঙ্ক। আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থার মতে, এই সময়ে ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মাঝারি মেয়াদে শক্তিশালী থাকবে, যা বেসরকারী ভোগ এবং বিনিয়োগের মতো মূল কারণগুলির মাধ্যমে পরিচালিত হবে।
একইভাবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) পক্ষ থেকেও এমন আশা পোষণ করা হয়েছে, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য ভারতের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ২০টি মৌলিক পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে পরিমার্জিত হিসেবে তা ৭ শতাংশ-এ পৌঁছতে পারে।
পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রকের ত্রৈমাসিক অনুমান থেকে জানা গেছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে ভারতের জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৬.৭ শতাংশে অনুমান করা হয়েছিল। মূলত ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের জন্য আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হওয়ায় সরকারি ব্যয় হ্রাসের কারণে এমনটা হয়েছিল।
এদিকে, বিশ্ব ব্যাঙ্কের পর্যবেক্ষণ হলো যে, ভারত সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি হিসাবে বিদ্যমান থাকছে ।
২০২৩-২৪ অর্থবছরে তা দ্রুত ৮.২ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সরকারি পরিকাঠামো বিনিয়োগ এবং রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগের উত্থানের ফলে এই প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছিল। সরবরাহ পরিষেবা ক্ষেত্র দারুন মদত পেয়েছিলি ম্যানুফেকচারিং শিল্পে বিপুল প্রবৃদ্ধির কারণে কেননা, ম্যানুফেকচারিং শিল্প ৯.৯ শতাংশ বৃদ্ধি করছিলো। তেমনি যে কোনো পরিস্থিতিতে মানানসই পরিষেবা ক্ষেত্রেও উত্থান লক্ষ্য করা মতো। ফলে, কৃষিতে নিম্ন আয়ের ঘাটতি পূরণ করে সম্ভব হয় ।
এই প্রবণতা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহামারীর পর থেকে শহুরে বেকারত্বের হার ধীরে ধীরে উন্নতি হয়েছে, বিশেষত মহিলা শ্রমিকদের জন্য। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের গোড়ার দিকে শহরাঞ্চলে মহিলাদের মধ্যে বেকারত্ব ৮.৫ শতাংশ পরে যায়, যদিও শহুরে যুবদের মধ্যে বেকারত্ব ১৭ শতাংশে বৃদ্ধি পায়।
চ্যালেঞ্জিং বাহ্যিক অবস্থার মধ্যে, বিশ্বব্যাংক আশা করছে যে ভারতের মধ্যমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক থাকবে। ২০২৪/২৫ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশে পৌঁছাবে এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছর এবং ২৬-২৭ অর্থবছরে শক্তিশালী বৃদ্ধি বহাল থাকবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।
শক্তিশালী রাজস্ব প্রবৃদ্ধি এবং আরও রাজস্ব একীকরণের সাথে, ঋণ-থেকে-জিডিপির অনুপাত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এর ৮৩.৯ শতাংশ থেকে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৮২ শতাংশে নেমে আসবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। চলতি হিসাবের ঘাটতি ২০২৬/২৭ অর্থবর্ষ পর্যন্ত জিডিপির ১-১.৬ শতাংশে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।
এতে প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও তুলে ধরা হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য আড়াআড়ি বেড়ে উঠা সংরক্ষণবাদী আর্থিক গতিও প্রত্যক্ষ করেছে। মহামারী পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী ভ্যালু চেইনের পুনর্গঠন ভারতের জন্য সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।
ভারতে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর অগাস্ট তানো কৌমে বলেন, ”মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের পাশাপাশি ভারতের শক্তিশালী প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা চরম দারিদ্র্য কমাতে সহায়তা করবে। ভারত তার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে তার প্রবৃদ্ধি আরও বাড়াতে পারে। আইটি, ব্যবসায়িক পরিষেবা এবং ফার্মা শিল্পে তার শ্রেষ্ঠত্ব তো রয়েছেই, তার বাইরে গিয়ে ভারত টেক্সটাইল, পোশাক এবং জুতো ও চর্ম শিল্পের পাশাপাশি ইলেকট্রনিক্স এবং সবুজ প্রযুক্তি পণ্যের রফতানি বাড়িয়ে রফতানি ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য আনতে পারে।
ব্যাংকের প্রতিবেদনের সহ-লেখক বরিষ্ঠ অর্থনীতিবিদ নোরা দিহেল ও রান লি বলেন, উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়া এবং উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়ায় বিশ্বস্তরে পোশাক রফতানিতে ভারতের অংশ ২০১৮ সালের ৪ শতাংশ থেকে কমে ২০২২ সালে ৩ শতাংশে নেমে এসেছে।
বাণিজ্য সম্পর্কিত আরও কর্মসংস্থান তৈরি করতে ভারত গ্লোবাল ভ্যালু চেইনে আরও গভীরভাবে নিজেদের অবস্থানকে আরো সংহত করার দিকে ঝুঁকতে পারে যা উদ্ভাবন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সুযোগও তৈরি করবে।

“ভবিষ্যতে দেশের আরও গৌরব নিয়ে আসুন”, অজিত ও সুন্দরকে অভিনন্দন দ্রৌপদী মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : অজিত সিং এবং সুন্দর সিং গুর্জার দুই কৃতী প্রতিযোগীকে অভিনন্দন জানালেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।
বুধবার রাষ্ট্রপতি এক্স-বার্তায় লিখেছেন,“প্যারিস ২০২৪ প্যারালিম্পিকে পুরুষদের জ্যাভলিন নিক্ষেপে যথাক্রমে রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ পদক জেতার জন্য অজিত সিং এবং সুন্দর সিং গুর্জারকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। এই গেমসে সুমিত আন্টিলের স্বর্ণপদকের পরে তাঁদের পদকগুলি, বিভিন্ন জ্যাভলিন ইভেন্টে ভারতের মানে দীপ্তি যোগ করেছে। আমি আশা করি তাঁরা ভবিষ্যতে আমাদের দেশের আরও গৌরব নিয়ে আসুন।”

শুক্রবার দুদিনের সফরে জম্মু যাচ্ছেন অমিত শাহ

শ্রীনগর, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আগামী শুক্রবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুদিনের সফরে জম্মু যাবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি জম্মুতে রাজনৈতিক সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার পাশাপাশি দলের ইস্তেহারও প্রকাশ করবেন।
বিজেপি জম্মু ও কাশ্মীরের সাধারণ সম্পাদক অশোক কৌল বলেছেন যে, অমিত শাহ ৬ সেপ্টেম্বর জম্মুতে একটি সমাবেশে দলের ইস্তেহার প্রকাশ করবেন। কৌল বলেন যে, অমিত শাহ দুদিনের সফরে জম্মুতে রাজনৈতিক সমাবেশে ভাষণ দেবেন। তারই চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে। শাহের এই জম্মু সফরে দলীয় প্রার্থী এবং কর্মীদের মনোবল বাড়বে বলে বলে করছে দলের নেতৃত্ব।

ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তি নিজস্ব যুব জনসংখ্যা : ধর্মেন্দ্র প্রধান

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তি হল নিজস্ব যুব জনসংখ্যা এবং আগামী ২৫ বছরের মধ্যে এই যুব জনসংখ্যাকে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগাতে হবে। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। বুধবার নতুন ল্লিতে ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান (আইডিপি)-এর ওপর একটি কর্মশালায় ভাষণ দেওয়ার সময় ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, ভারতীয় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে একটি শক্তিশালী বাস্তুতন্ত্র প্রদান করতে হবে, যেখানে কেবলমাত্র ডিগ্রি প্রদানের চেয়ে দক্ষতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

বিনীতের পদত্যাগ চেয়ে হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ, গৃহীত হলো না

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের পদত্যাগ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এক আইনজীবী। যদিও মামলাটি গৃহিত হয়নি।
কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী অমৃতা পান্ডে। আইনজীবীর বক্তব্য, আর জি কর কাণ্ডের মৃতার নাম প্রকাশ্যে বলেছেন পুলিশ কমিশনার। তাই তাঁকে পদ থেকে সরানো হোক।
প্রধান বিচারপতি জানান, ”এই মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন রয়েছে। সেখানে গিয়ে আপনারা বলুন। সংবাদমাধ্যমে দেখলাম কেন্দ্রীয় সরকার মামলায় যুক্ত হতে চেয়ে শীর্ষ আদালতে আবেদন করবে। সেখানে কী হয় দেখা যাক, তার পরেই আদালত বিষয়টি নিয়ে বিবেচনা করবে।”
প্রসঙ্গত, যাঁর পদত্যাগ দাবি, তাঁর কাছেই সেই দাবিতে মঙ্গলবার স্মারকলিপি তুলে দিয়েছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। কলকাতা পুলিশের কোনও নগরপালের অতীতে এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে কি না, তা বলা কঠিন। কিন্তু জুনিয়র চিকিৎসকদের থেকে নিজের পদত্যাগের দাবিতে লেখা স্মারকলিপি গ্রহণ করে অবশ্য বিনীত গোয়েল জানিয়ে দিলেন, আর জি কর কাণ্ডে তাঁর নিজের ভূমিকায় তিনি সন্তুষ্ট।

পেট্রোল-ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৪ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমার প্রবণতা রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৪ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭০ ডলার। দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকা, ডিজেল ৮৯.৯৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৪.৯৫ টাকা , ডিজেল ৯১.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা এবং ডিজেল ৯২.৩৪ টাকা প্রতি লিটারে পাওয়া যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের তৃতীয় দিনে প্রথম বাণিজ্যে, ব্রেন্ট ক্রুড ০.৪৭ ডলার বা ০.৬৪ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৭৩.২৮ ডলারে প্রবণতা করছে। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ০.৫১ ডলার বা ০.৭৩ শতাংশ কমে ৬৯.৮৩ ডলারে লেনদেন করছে।

কোনও মেয়ের অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি হলে তা দেশের উন্নয়নের গতিও কমিয়ে দেয় : রাষ্ট্রপতি

উদগীর, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কোনও মেয়ের অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি হলে তা সমাজ ও দেশের উন্নয়নের গতিও কমিয়ে দেয়। মেয়েদের প্রগতিতে জোর দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বিধবার উদগীরে মহারাষ্ট্র সরকারের ”শাসন আপল্যা দারি” এবং ”মুখ্যমন্ত্রী মাঝি লেড়কি বেহন যোজনা”-এর সুবিধাভোগীদের এক অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেন, মেয়ের অগ্রগতিতে যে কোনও বাধা সমাজ ও দেশের উন্নয়নের গতিকেও কমিয়ে দেয়।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, দেশ ও সমাজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য তরুণ-তরুণীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে। রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, প্রতিটি কন্যা নিজের পথে বাধা অতিক্রম করে, অসুবিধার সঙ্গে লড়াই করে এবং নিজের লক্ষ্যে পৌঁছয়। তাঁদের অগ্রগতিতে যে কোনও বাধা সৃষ্টি হলে তা সমাজ ও দেশের উন্নয়নের গতিও কমিয়ে দেয়। রাষ্ট্রপতির কথায়, দেশের ইতিহাসে মহারাষ্ট্রের নারীদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

“সবাই দ্ব্যর্থহীনভাবে কথা বলুক, বাংলা বিচার চায়”, আর্জি দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): “প্রত্যেকেরই শাস্তি হওয়া উচিত। সবাই দ্ব্যর্থহীনভাবে কথা বলুক। বাংলা বিচার চায়।” বুধবার এক্স-বার্তায় এই মন্তব্য করলেন বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।
তিনি লিখেছেন, “সুখেন্দু শেখর রায়ের মতো মানুষ এখন কথা বলছেন। তাঁরা ক'দিন আগে পর্যন্ত নীরব ছিল। কিন্তু কখনও না মুখ খোলার চেয়ে দেরীতে খোলা ভালো। এই প্রতিবাদ যদি আগে হতো, তাহলে আজ এই বেদনার দিন দেখতে হতো না।
আর জি কর ঘটনার পর জুনিয়র ডাক্তাররা রাস্তায় নেমেছেন। আমি তাঁদের সত্য প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করছি। কিছু জুনিয়র ডাক্তার এর সাথে জড়িত। সবার কথা বলার সময় এসেছে। মানুষ প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। যারা সন্দীপ ঘোষের মতো নাম জানে তাঁদের প্রকাশ্যে কথা বলা উচিত। সন্দীপ ঘোষ একা নন, অনেকেই এই ষড়যন্ত্রে জড়িত।”

তৃণমূলের লাভলির বিরুদ্ধে মামলার অনুমতি দিলো হাই কোর্ট

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): তৃণমূলের বিধায়ক লাভলি মৈত্রের বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমতি দিল কলকাতা হাই কোর্ট। বুধবার আদালত লাভলির বিরুদ্ধে মামলার অনুমতি দিয়েছে। বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হওয়ার কথা।
সম্প্রতি লাভলির করা একটি ‘বদলা’ মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সেই মন্তব্যের জন্যই সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়কের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের আর্জি জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এক মামলাকারী।
রবিবার এক প্রতিবাদ সভায় যোগ দিয়েছিবলে ‘জলনুপূর’ সিরিয়াল খ্যাত লাভলি মৈত্র। বলেন, “দিনের পর দিন আন্দোলনের নামে মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। গরিব মানুষ যারা চিকিৎসার জন্য আসে, যারা গ্রামবাংলা থেকে আসে, যারা প্রান্তিক এলাকা থেকে আসে, যাদের চিকিৎসা করার ক্ষমতা নেই প্রাইভেট হাসপাতালে গিয়ে, আজকে তারা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।”
লাভলি বলেছিলেন, “কোনও চিকিৎসা হচ্ছে না। এরা মানবিক? এরা মানুষ? কসাইতে পরিণত হচ্ছে দিনের পর দিন ডাক্তাররা।” এর পরই তাঁকে সতর্ক করেছিল তৃণমূল।

সাইবার-জালিয়াতি নিয়ে ফের সতর্কতা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : “অচেনা লিঙ্ক বা মেসেজে সাড়া দেবেন না। আপনার পরিশ্রমের টাকা যেন প্রতারকরা হাতিয়ে না নিতে পারে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকুন প্রতি মুহূর্তে।” এই ভাষায় ফের আমজনতাকে সতর্ক করল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ।
বুধবার পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এক্সবার্তায় লিখেছে, “সাইবার-জালিয়াতির ৭০লক্ষ টাকা ফেরত প্রতারিত মানুষের কাছে। সারা রাজ্য জুড়েই চলছে সাইবার-প্রতারকদের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের লাগাতার অভিযান। প্রায়ই প্রতারিত হচ্ছেন বহু মানুষ। কষ্টের টাকা জলে যাচ্ছে সাইবার-সতর্কতার অভাবে।
জালিয়াতদের ফাঁদে পড়ে খোওয়া যাওয়া টাকা উদ্ধার করে প্রতারিত মানুষের কাছে সেই টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াও চলছে নিরন্তর। গত কয়েক দিনে ৭০লক্ষ টাকা এভাবেই রাজ্য পুলিশ ফিরিয়ে দিয়েছে প্রতারিতদের কাছে। ছবি ভাগ করে নিলাম কিছু। বিনীত অনুরোধ, সতর্ক থাকুন।”

হাই কোর্টে রক্ষাকবচ পেলেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আপাতত নবান্ন অভিযান সংক্রান্ত তিনটি অভিযোগের ভিত্তিতে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চর আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। বুধবার কলকাতা হাই কোর্টে রক্ষাকবচ পেলেন তিনি।
আর জি কর-সহ নিয়োগ দুর্নীতির বিষয় নিয়ে ক্রমাগত প্রতিবাদ চালিয়ে যাচ্ছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। ভাস্কর ঘোষের অভিযোগ, এ কারণেই তাঁর এবং সংগঠনের বিরুদ্ধে বার বার মামলা করা হচ্ছে। ২৭ আগস্ট নবান্ন অভিযানে ভাস্করের বিরুদ্ধে তিনটি এফআইআর করা হয়েছিল। তারও আগে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মিথ্যে মামলা দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন ভাস্করের আইনজীবী। এফআইআর খারিজের আর্জি জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন ভাস্কর।
বুধবার শুনানি চলাকালীন রাজ সরকারের সওয়াল, নবান্ন অভিযানে পুলিশ কর্মী-সহ ১৯ জন জখম হয়েছেন। তাঁদের বিচার পাওয়ার অধিকার নেই! অভিযানের উদ্যোগ নেওয়া ব্যক্তিদের কোনও দায়িত্ব থাকবে না? তবে কোনও যুক্তি ধোপে টেকেনি আদালতে। পরবর্তী শুনানি ৬ নভেম্বর। তার আগে জমা করতে হবে রাজ্যের হলফনামা।

মাদারিহাটে হাতির আক্রমণে যুবকের মৃত্যু

আলিপুরদুয়ার, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আলিপুরদুয়ারের জেলার মাদারিহাটে বন্য হাতির আক্রমণে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত যুবকের নাম কিশোর ওরাওঁ। তিনি মাদারিহাটের ধুমসিপাড়া চা বাগানের বাসিন্দা ছিলেন।সূত্রের খবর, কাজের জন্য মুজনাই চা বাগানের ভিতরে গিয়েছিল ওই কিশোর।

RECRUITMENT DRIVE
(প্রাইভেট কোম্পানিতে নিয়োগের জন্য)
6th September, 2024 --------------- 11:00 am to 5:00 pm

ভারত সরকারের ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মডেল কেরিয়ার সেন্টার (ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, আগরতলার) ব্যবস্থাপনায় আগামী ৬ ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ ইং, শ্রম ভবন, অফিস লেন আগরতলা প্রাঙ্গনে সকাল11.০০ টা থেকে বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত, Recruitment Drive অনুষ্ঠিত হবে। ইচ্ছুক ও যোগ্য প্রার্থীরা উল্লেখিত তারিখ ও স্থানে অনুষ্ঠিত ইন্টারভিউতে যোগদান করবেন।

বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হল:

Job Title	Vacancy	Place of Posting	Salary (Per month)	Qualification	Experience	Age	Name of Employer
Recovery Executive	20 nos.	Tripura	Rs. 10,800/-	Madhyamik Pass or above	-	20-45 Yrs	Micron Conclusion Services Pvt.Ltd.
Accountant	1 no.	Agartala	Rs. 13,213/-	Minimum B.Com with knowledge in Computer	2 Years in related field is preferable	21-40 Yrs	
Lead Manager	2 nos.	Tripura	Rs. 10,800/-	Graduation	Experience in Basic Banking & Insurance is preferable	21-40 Yrs	
Tele Caller	2 nos.	Agartala	Rs. 9,000/-	Graduation	-	21-40 Yrs	

চাকরিপ্রার্থীদেরজন্যনির্দেশনা:-
- On-Spot ফর্মফিলাপ করা যাবে যা এমপ্লয়াররাই সরবরাহ করবেন। ইন্টারভিউর সময় প্রার্থীদের BIODATA সহ ডেট অফ বার্থের প্রমানপত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমানপত্র, নাগরিকত্বর সার্টিফিকেট বা PRTC, NCS Card/ PAN Card/ Voter ID, এক্সপেরিয়েন্স সার্টিফিকেট ইত্যাদির অরিজিনাল ও ফটোকপি নিয়ে আসতে হবে।
- বিস্তারিত আরও বিবরণের জন্য মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার, আগরতলায় যোগাযোগ করা যেতে পারে। ইচ্ছুক প্রার্থীদের জব-ফেয়ারে/রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ এ সরাসরি অংশ গ্রহণ করার জন্য অনুরুধ করা হচ্ছে।
- যেইসব প্রার্থীসিলেক্ট হবেন তাদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে তারা তাদের বেতন, কাজ ও অন্যান্য সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ও দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সংশ্লিষ্ট এমপ্লয়ার থেকে নিশ্চিত ভাবে জানার পর যেন কাজে যোগ দান করেন।
- মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার, আগরতলা, এমপ্লয়ার ও জব-সিকারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার জন্য এই আয়োজন করছে। এমপ্লয়ারবা জব-সিকারের মধ্যে যে কেউ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার, আগরতলা দায়ী থাকিবে না।

ICA/D-773/24

Director
Employment Services & Manpower Planning
Government of Tripura

Agartala Municipal Corporation
Electrical DIVISION,
AGARTALA, WEST TRIPURA
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municipal Corporation, West Tripura invites on behalf of the Hon'ble Mayor, Agartala Municipal Corporation" percentage rate e tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies having experienced in similar nature of works/ appropriate class of Internal Electrical Enlistment registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/ Other State PWD up to 3.00P.M.on 13-09-2024 for the following work:-

Sl No.	Name of the work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding
01	DNIeT-EE(Elect)/ AMC/2024-25	Rs. 17,03,154.00	Rs.34063.00	40(Forty) days	Date : 13/09/2024 Time : 15.00 Hrs

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in.
The bid forms and other details including online activities should be done in the e procurement portal https://tripuratenders.gov.in
For and on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC
Sd/-
Executive Engineer,
Electrical Division,
Agartala Municipal Corporation

PNJET-03/EE/DIV-IV/AMC/24-25 DATE:03/09//2014
Online single bid percentage rate e tender are invited for the following works:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at application	Class of Bidder
1	DNIe-T No. 09/DIV-IV/AMC/ 24-25 Tender ID-2024 _ SAMC _ 52124 _1	Rs. 4,09,228/-	Rs. 8,185/-	60 (Sixty) Days	18/09/2024/15.00 Hrs	18/09/2024/16.00 Hrs (If Possible)	https://tripuratenders. gov.in	Enlisted Contractor/Appropriate Class
2	DNIe-T No. 10/DIV-IV/AMC/ 24-25 Tender ID-2024 _ SAMC _ 52128 _1	Rs. 2,06,204/-	Rs. 4,124/-	60 (Sixty) Days				
3	DNIe-T No. 11/DIV-IV/AMC/ 24-25 Tender ID-2024 _ SAMC _ 52123 _1	Rs. 4,39,095/-	Rs. 8,782/-	60 (Sixty) Days				

Other necessary details information can be seen in the Division ffice of the Executive Engineer, P.W.L Centre 4th floor in the office hour.
NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website https:// tripuratender: of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified i document on the e- procurement website, by the eligible bidders.
Executive Engineer
P. W. Division No-IV.
Agartala Municipal Corporation

পরিষদীয় মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

করে খাবারের প্যাকেট পৌঁছানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

পরিষদীয় মন্ত্রী আরও বলেন, আজ দুপুর ১২টা পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৩০ কোটি টাকার উপর অর্থরাশি দান করা হয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী শাসক ও বিরোধী দলের সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে গঠনমূলকভাবে রাজ্যকে এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে আলোচনা করার জন্য ধন্যবাদ জানান।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে বন্যায় মৃত ব্যক্তিদের নিকট আত্মীয়দের ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, ছত্তিসগড়, আসাম, অরুণাচল প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্য থেকেও মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করা হয়েছে। খাদ্য দপ্তর থেকে ত্রাণ শিবিরে এখন পর্যন্ত ৪০ হাজারের বেশি শুকনো খাবারের প্যাকেট বিতরণ করা হয়েছে। বন্যায় কিছু কিছু রেশন শপের সামগ্রীও নষ্ট হয়েছে। তার মূল্যায়নের কাজও চলছে। তিনি আরও বলেন, শ্রম দপ্তর থেকে ৪২ হাজার ৯৮১ জন নির্মাণ শ্রমিকদের এককালীন ৪ হাজার টাকার সহায়তা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আলোচনা রাখতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বন্যা পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে রাজ্য সরকারকে বিভিন্ন প্রস্তাব প্রদান করেন। এরমধ্যে রাজ্যের বিপর্যয়কে জাতীয় বিপর্যয় হিসেবে ঘোষণা, পরিকাঠামো ক্ষতি নিরূপণের জন্য বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন, ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের উদ্যোগ, যাদের ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় পুনরায় ঘর প্রদানের বিষয়ে মূল্যায়নের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য প্রস্তাব করেন।

আলোচনায় বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ বন্যা পরিস্থিতি থেকে রাজ্যকে বেরিয়ে আসতে কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ প্যাকেজের ব্যবস্থা, বিপন্নদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সবকিছু দেওয়ার উদ্যোগ, সুদহীন ঋণ প্রদান এবং নদীগুলির নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ নেওয়ার প্রস্তাব রাখেন। এছাড়াও এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস, বিধায়ক স্বপ্না দেববর্মা, বিধায়ক কিশোর বর্মণ, বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী, বিধায়ক দীপঙ্কর সেন।এদিকে, আজ অধিবেশনের শুরুতে বিধানসভায় বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে হোক, প্রস্তাব এনে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। কিন্তু, প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরুর তাগিদে এবিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি। এনএলএফটি এবং এটিটিএফের সাথে শান্তি চুক্তির জন্য ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি গেছেন। আজ থেকে বিধানসভা অধিবেশন শুরু হয়েছে। তাই, বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে আলোচনা আগামীকাল অথবা শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে হোক চেয়েছিলেন সুদীপ বাবু। পরবর্তীতে মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতেই অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে আলোচনা হয়েছে।

নিহত এক আহত ছয়

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনকদেখে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। জানা গিয়েছে, তিন চাকা মালবাহী গাড়িটি যাত্রীদের নিয়ে জোলাইবাড়ী থেকে মুহুরীপুরের উদ্দ্যশ্যে যাচ্ছিল। এরই মধ্যে শান্তিনিকেতন পাড়া সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে একটি সারমেয় সঙ্গে ধাক্কা খায় অটোটি। এতে করে অটোগাড়ীটি নিয়ন্ত্রন হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পরে। নিহত ব্যক্তি জোলাইবাড়ীর শ্যামসুন্দর পাড়ার বাসিন্দা শঙ্কর দত্ত (২৭)। অপর আহত ৬ জন হলেন শ্যামসুন্দর পাড়ার বাসিন্দা বিজয় মজুমদার (৪১), শান্তিনিকেতন পাড়ার বাসিন্দা আশিষ সরকার (৪৩), মহামুনি টিলার বাসিন্দা কেশব দেবনাথ (৩৭), সাগরডেপার বাসিন্দা সম্ভু মুহুরী (৩৯), শ্যামসুন্দর পাড়ার বাসিন্দা সমীর বিশ্বাস (৪২), সাঁচীরামবাড়ীর বাসিন্দা শঙ্কর মজুমদার (৪৫)। দুর্ঘটনায় মৃতব্যক্তির মৃতদেহ জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকজনের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের অনুষ্ঠান

কৈলাসহর, ৪ সেপ্টেম্বর।। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ও বিভিন্ন ভাষাভাষী ব্রাক্ষ্মনদের প্রাণবন্ত উপস্থিতি ও উচ্ছাসের মধ্য দিয়ে তেসরা সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার 'বৈদিক ব্রাক্ষ্মণ সমাজ' এর কৈলাশহর অঞ্চলের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় কৈলাসেশ্বরী কালীবাড়ি বা টাউন কালীবাড়ির নাটমন্দিরে হয় এই সম্মেলন তথা সমাবেশ।নাটমন্দির প্রাঙ্গনে আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন, আগরতলা"র পৌরহিত্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ভাস্কর চক্রবর্তী। উপস্থিত।সদস্য-সদস্যাদের সংগঠনের শপথ বাক্য পাঠ করান, সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক চন্দন চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি অমিতাভ ভট্টাচার্য, প্রচার সম্পাদক উত্তম চক্রবর্তী প্রমুখ।সম্মেলনে উপদেষ্টা কমিটি, প্রচার কমিটি ও কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান পদে রথীন্দ্র চৌধুরী নির্বাচিত হন। তেরো সদস্যক কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদে যথাক্রমে দিলীপ ভট্টাচার্য,বাসব ভট্টাচার্য ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্য নির্বাচিত হয়েছেন। তাছাড়া পনেরো সদস্যক একটি প্রচার কমিটি গঠন করা হয়।

সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়েছে, আগামীদিনে সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করার জন্য উদ্দোগ নেওয়া হবে। যাজনিক ব্রাক্ষ্মণদের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়নে একগুচ্ছ কর্মসূচির প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাছাড়া শাস্ত্রীয় চর্চাকে বেগবান করতে পৌরহিত্য শিক্ষালয় কৈলাশহর স্থাপন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সম্মেলন শুরুর আগে স্থানীয় পাইতুরবাজারস্থিত নতুন মোটরস্ট্যান্ড প্রাঙ্গণ থেকে এক সংকীর্তন সহ এক বর্ণময় শোভাযাত্রা কৈলাশহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। এতে ব্রাক্ষ্মণ সমাজের নানা বয়সী নারী-পুরুষ সামিল হন।

রাজ্যে ওবিসি সম্প্রদায়ের জনগনের সদস্যপদ গ্রহন কাজ করবেন সর্বভারতীয় ওবিসি মোর্চার সচিব ডা: হরিশ কুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরায় ওবিসি সম্প্রদায়ের কমপক্ষে এক লক্ষ জনগণকে ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটি। আর এই সংকল্প সম্পূর্ণ করার জন্য ত্রিপুরার প্রভারী হয়ে এসেছেন ওবিসি মোর্চার কেন্দ্রীয় কমিটির সচিব ডা: হরিশ কুমার।

দেশজুড়ে সদস্য পদ সংগ্রহের অভিযান শুরু করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি দল। দুসরা সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদীজি কে সদস্য দিয়ে এ কর্মসূচির সূচনা করেছেন বিজেপি দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। ত্রিপুরায় এই কর্মসূচি ইতিমধ্যে নানা উদ্যোগ নিয়েছে বিজেপি দল।

বিশেষ করে ওবিসি সম্প্রদায়কে ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য পদে বেশি করে অংশগ্রহণ করানোর জন্য রাজ্যের প্রভারী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে সর্বভারতীয় ওবিসি মোর্চার সচিব ডা: হরিশ কুমার কে। ইতিমধ্যে রাজ্যে এসে পা রেখেছেন তিনি।

বুধবার পশ্চিম জেলার বড়জলা মন্ডলে সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার ডাঃ হরিশ কুমার বলেন তিনি ত্রিপুরার প্রত্যেক জেলায় গিয়ে ওবিসি মোর্চার লোকেদের সদস্যপদ গ্রহণের কাজ করবেন। এদিন উনার সঙ্গে মিডিয়া ইনচার্জ সুনিত সরকার সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বিরোধীদের বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

কিন্তু, এরই মাঝে বিরোধী দলনেতা প্রশ্ন তুলেন, ঘৃণা ভাষণ রেখে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। অথচ, সাধারণ নাগরিক এমন কাজ করলে তার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেওয়া হতো। তিনি বলেন, সামাজিক মাধ্যমে ওই বিতর্কিত বক্তব্য দেখে সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এবং জেলা পুলিশ সুপার ও রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশককে অবগত করেছি। তাতে, অবশ্য আখেরে কোন লাভই হয়নি। জিতেন্দ্রও এদিন মন্ত্রী সুধাংশু দাসের ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে সোচ্চার হয়েছেন।

বিরোধীদের একের পর এক চাপে ট্রেজারি বেঞ্চ বেকায়দায় পরে যাচ্ছিল। তখনই ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ। সামাজিক মাধ্যমে মন্ত্রী সুধাংশু দাসের বিতর্কিত বক্তব্যের প্রতিবাদে সিপিএম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বিবৃতি তুলে ধরে রতন নাথ দাবি করেন, সিপিএম চেয়েছে রাজ্যে দাঙ্গা লাগুক। কারণ, ওই বক্তব্যে কোথাও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিশানা করা হয়েছে, সে বিষয়ে একটি শব্দও খরচ করা হয়নি। কিন্তু, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বক্তব্য রেখেছেন মন্ত্রী সুধাংশু চৌধুরী সিপিএম এমনই বিবৃতি দিয়েছে। রতন লাল নাথের সাফ কথা, জিহাদী শব্দের অর্থ ইন্টারনেট ঘাটলেই বেরিয়ে আসবে। সুধাংশু দশে বক্তব্যে জিহাদী শব্দের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট কোন সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়নি। ফলে, সিপিএম শব্দের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে জনমনে উত্তেজনা তৈরির চেষ্টা করেছে। তখনই কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ জানতে চেয়েছেন, শরীরের রক্ত গরম সম্পর্কে ওই বিতর্কিত বক্তব্যে মন্ত্রী সুধাংশু দাস কি বুঝাতে চেয়েছেন। তাঁর আরও প্রশ্ন, ওই বক্তব্যের মাধ্যমে কি ধর্ম নিরপেক্ষতা মুছতে চাইছেন। সুদীপের এদিন সুধাংশুকে পরামর্শ দেন, সংবিধানের শপথ নিয়ে মন্ত্রীর চেয়ারে বসে ওই ধরণের বিতর্কিত বক্তব্য রাখবেন না। এদিকে, বিজেপি বিধায়ক কিশোর বর্মণ, তফাজ্জল হুসেন একের পর এক সকলেই বিতর্কিত বক্তব্যের জন্য মন্ত্রী সুধাংশু দাসের সমর্থনে উঠে দাঁড়িয়েছেন। কিশোর বর্মনের কথায়, ওই বক্তব্যের মাধ্যমে স্বজাতিকে জাগ্রত করার চেষ্টা হয়েছে। তবে, হিন্দু রক্ষার্থে বক্তব্যে কমিউনিস্টদের বরাবরই গাত্রদাহ হয়। কারণ, তাঁরা হিন্দু বিরোধী। তফাজ্জল হুসেনের দাবি, মুসলিমরা মন্ত্রী সুধাংশু দাসের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেননি। পরিশেষে আত্মপক্ষ সমর্থনে উঠে দাঁড়ান মন্ত্রী সুধাংশু দাস। তিনি গীতার শ্লোক এবং মহাত্মা গান্ধীর উদ্বৃতি দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। তাঁর কথায়, ১৯৪৬ সালে নোয়াখালীতে হিন্দু গণহত্যা হয়েছে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের কারণে লক্ষ লক্ষ হিন্দু প্রতিবেশী দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। জম্মু এবং কাশ্মীর হিন্দু মুক্ত করা হয়েছে। সেই সব অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও বর্তমান সময়ে একই প্রবণতা নজরে আসছে। তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, কংগ্রেস ও সিপিএম হিন্দু বিরোধী। তাঁরা সন্ত্রাসবাদীদের মদতদাতা। তাতেই বিরোধীরা চটে লাল হয়ে যান এবং হৈচৈ শুরু করে দেন। অধ্যক্ষ হই হট্টগোলের মধ্যেই মন্ত্রী সুধাংশু দাসকে বক্তব্য রাখার জন্য বলেন এবং তাতে বিরোধীরা ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বিরোধীদের বিক্ষোভে অল্প কিছু সময়ের জন্য বিধানসভা অধিবেশন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

দল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এনএলএফটি (বিএম) গ্রুপের প্রধান বিশ্ব মোহন দেববর্মা এবং সংস্থার সহ-সভাপতি উপেন্দ্র রেয়াং চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন এবং এটিটিএফের থেকে আলিন্দ্র রেয়াং মূল স্বাক্ষরকারী ছিলেন।এদিন এনএলএফটি নেতা উপেন্দ্র রেয়াং বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আস্থা দেখিয়ে মূলধারার জীবনে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তিনি আশাবাদী ভারত সরকার তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে এবং তিপরাসা জনগণের কল্যাণে আর্থিক প্যাকেজ বাস্তবায়ন করবে। তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য তিপরাসা জনগণের সমস্যাগুলি সমাধান করা চালিয়ে যাওয়ারও আহ্বান জানিয়েছেন।তাছাড়া, এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের এনই উপদেষ্টা এ কে মিশ্র, সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন, আইবি প্রধান তপন ডেকা, এমএইচএ-এর ঊর্ধতন কর্মকর্তারা।

ডক্টর্স অ্যাসোর ত্রাণ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। অল ত্রিপুরা গভর্মেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আজ বুধবার, চৌঠা সেপ্টেম্বর বেলা ১২ ঘটিকায় সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত মনুঘাট হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টার এবং হরিনা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে সংস্থার সেন্ট্রাল ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এবং সাব্রুমের ডাক্তাররা কিছুদিন আগের ভয়াবহ বন্যার ফলে মানুষের স্বাস্থ্য জনিত যে ধরনের সমস্যাগুলি হতে পারে সে সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতনতা শিবিরের মাধ্যমে অবগত করেন এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান করেন।এছাড়াও এই দুই স্বাস্থ্য কেন্দ্র এলাকার নিকটবর্তী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণদের মধ্যে পানীয় জল,সেনেটারী ন্যাপকিন, দুধ, সাবান,এন্টিসেপটিক লোশন, সেনিটাইজার, বিস্কিট,কেক ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সেন্ট্রাল ওয়ার্কিং কমিটির সাধারণ সম্পাদক ডা.কনক চৌধুরী,ডা. উত্তম দাস, ডা.প্রদীপ দেববর্মা, ডা.নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য, ডা.দেবজ্যোতি মজুমদার, ডা.রাকেশ নাথ,সাব্রুম মহকুমার মেডিকেল অফিসার নৃপেন্দ্র রিয়াং, ডা.মনীশ চৌধুরী,ডা.তুইখান্ত্রি ত্রিপুরা, ডা.সৌমিক হাজরা প্রমূখ। গোটা বিষয় সম্বন্ধে সংবাদমাধ্যমকে অবগত করেন সংস্থার সেন্ট্রাল ওয়ার্কিং কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি কনক চৌধুরী এবং সাউথ ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি ডা.মজুমদার। এই দুই স্বাস্থ্য শিবিরে আনুমানিক ২০০ টি পরিবার চিকিৎসা এবং ত্রাণ গ্রহণ করেন।

৩৬৬ জন বিধানসভায় তথ্য

● প্রথম পাতার পর

করেছে। তারপর পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে।

এদিন তিনি বলেন, ২০২২ সালে মোট ৩৬৬ জন পরীক্ষার্থী টেট উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৯৭ জন পেপার-১ তে এবং ১৬৮ জন পেপার-২ তে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। যদিও, টেট পেপার-১ থেকে শুধুমাত্র ৮০ জন প্রার্থীই চাকরি পাওয়ার জন্য যোগ্য কারণ তাদের ডিএলএড ডিগ্রি রয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, অন্তিমবারের মতো ২০২২ সালের ২৯ ডিসেম্বর টেট পেপার-২ এবং ৩০ ডিসেম্বর পেপার-১ পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরে এই প্রক্রিয়াটিকে স্থগিত রেখেছিল টিআরবিটি। রায়ে উল্লেখ করা হয়েছিল যে বিএড ডিগ্রিধারীরা টেট পরীক্ষায় ইউজিটি পদের জন্য আবেদন করার যোগ্য নয়।

নিয়োগ বিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী অনুসরণ করে টেট-র পুনঃসূচনা ত্রিপুরায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী শিক্ষকদের জন্য স্বচ্ছতা এবং সুযোগ প্রদান করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই বিষয়ে শিক্ষা দফতরের দ্রুত পদক্ষেপকে অনেকেই স্বাগত জানিয়েছে। কারণ এটি নিশ্চিত করে যে পরীক্ষা প্রক্রিয়া সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশাবলী এবং এনসিটিই নির্দেশিকাগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, বলেন শ্রীনাথ।

আত্মঘাতী

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান বিজেপি দলের রাজ্য নেত্রী পাপিয়া দত্ত। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন এই ছাত্রী আত্মহত্যার সঙ্গে যে কেউ জড়িত থাকুক না কেন, তাকে অবশ্যই আইন মোতাবেক শাস্তি পেতে হবে।

পড়ুয়া ছাত্রের

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে। কিন্তু জিবি হাসপাতালে যাওয়ার পর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে কলেজ ছাত্র আনন্দ জমাতিয়া। আর একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে হাসপাতালের মধ্যে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন সন্তান হারা মা।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

অমিত শাহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত কিছুদিন আগের বন্যায় প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে ত্রিপুরা। কিছু ক্ষেত্রে এখনো চলছে ত্রাণকার্য। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় ৩৩ জন।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার নেতৃত্বে সর্বতোভাবে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে প্রশাসন।

বামনগোলায় বিজেপির অবস্থান বিক্ষোভ ও ধর্না কর্মসূচি

মালদা, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মালদা জেলার বামনগোলা ব্লকের ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) পক্ষ থেকে বুধবার বামনগোলা ব্লক ক্যাম্পাসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ ও ধর্না কর্মসূচি পালিত হয়। প্রথমে পাকুয়াহাট বিজেপি পার্টি অফিস থেকে একটি র‍্যালি শুরু হয়, যা মালদা-নালাগোলা রাজ্য সড়ক ধরে ধিক্কার মিছিল হিসেবে এগিয়ে যায়। শতাধিক বিজেপি কর্মী মিছিল নিয়ে বামনগোলা ব্লক অফিসের সামনে পৌঁছে ধর্না মঞ্চে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন।বিক্ষোভে উপস্থিত হবিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কনভেনার বিনা সরকার কীর্তনীয়া বলেন, 'আরজি করে যে ঘটনা ঘটেছে, তার প্রেক্ষিতে জড়িত সকল দোষীদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। এরই প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে আমাদের দল এই ধরনের ধর্না কর্মসূচি পালন করছে, এবং তার অংশ হিসেবে এদিন মালদার বিভিন্ন ব্লকেও এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।'বিজেপির দাবি, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এই ধরনের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয়।

মৈত্রী এক্সপ্রেসের যাত্রা বাতিল, ৬ সেপ্টেম্বরের টিকিটের সম্পূর্ণ মূল্য ফেরত

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশ রেলওয়ের পাঠানো বার্তার ভিত্তিতে আগামী ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে ১৩১০৯ কলকাতা-ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস এবং ১৩১০৭ ঢাকা-কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেসের যাত্রা বাতিল করা হয়েছে। যাত্রা বাতিল হওয়ায় এই ট্রেনগুলির সমস্ত যাত্রীদের টিকিটের সম্পূর্ণ মূল্য বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী ফেরত দেওয়া হবে।রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যাত্রীরা টিকিট বাতিলের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী রিফান্ড পাবেন এবং এই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য যাত্রীদের সুবিধার্থে রেলওয়ের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে মারিশদায় বিজেপির অবস্থানে উপস্থিত শুভেন্দু

পূর্ব মেদিনীপুর, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে বুধবার বিজেপির উদ্যোগে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি—৩ ব্লকের মারিশদায় ব্লক কার্যালয়ের সামনে ধর্না মঞ্চ করে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। দাবি পূরণ না হলে আন্দোলন থামবে না বলে জানান বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার যখন ন্যায় সংহিতা আইন পাশ করেছিল তখন মুখ্যমন্ত্রী বিরোধিতা করেছেন।

হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সদের নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবী জানালেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

বাঁকুড়া, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : হাসপাতালে র জুনিয়র চিকিৎসক ও নার্সদের নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগের দাবী জানালেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিজেপির রাজ্য নেতা ডাঃসুভাষ সরকার।আর জি কান্ডের প্রতিবাদে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের সমর্থনে সর্বস্তরের চিকিৎসকরা আন্দোলনে সামিল হয়েছেন।তার পরিপ্রেক্ষিতে বাঁকুড়ার সাংসদ তথা তৃণমূল কংগ্রেসের বাঁকুড়া জেলা সভাপতি অরূপ চক্রবর্তী মাচানতলা মোড়ে এক সভায় চিকিৎসকদের হুশিয়ারি দেন।তার এই হুশিয়ারিতে জেলা জুড়ে আলোড়ন ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসক দের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন সুভাষবাবু এই দাবী জানান।সুভাষ বাবু আরও জানান আর জি কর কান্ডে জড়িতদের শাস্তি দাবী ও সুবিচার দাবী করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে।সুভাষ বাবু জানান তিনি নিজেও এই মামলার অন্যতম বাদী।আগামী ৬ তারিখে এই মামলার শুনানি শুরু বলে তিনি জানান।

মহিলাদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে শক্তিশালী আইন করা দরকার: সুলতা দেও

বাঁকুড়া, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বিল সম্পর্কে মতামত দিলেন বিজেডি সাংসদ সুলতা দেও। তিনি বুধবার বলেছেন, 'মহিলাদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য যথাযথ আলোচনার পরে একটি শক্তিশালী আইন আনা উচিত।'

উল্লেখ্য, আর জি কর-কাণ্ডের আবহে ধর্ষণ, মহিলা নির্যাতন রুখতে কড়া আইন আনার দাবি উঠছিল। ধর্ষণ রুখতে কঠোর হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার। মঙ্গলবার বিধানসভায় পাশ হল ধর্ষণ বিরোধী বিল - অপরাজিতা নারী ও শিশু (পশ্চিমবঙ্গ অপরাধ আইন সংশোধন) বিল ২০২৪। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪ নম্বর ধারায় ধর্ষণের সাজা অন্তত ১০ বছর কারাদণ্ড, যা যাবজ্জীবনও হতে পারে। সঙ্গে জরিমানার বিধান রয়েছে। কিন্তু রাজ্যের সংশোধনী বিলে ধর্ষণের সাজা আমৃত্যু কারাদণ্ড। সঙ্গে জরিমানা। এমনকি, মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। জরিমানার টাকায় নির্যাতিতার চিকিৎসা, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ আদালতের নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সেই জরিমানার টাকা দিতে হবে, যেমনটা ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩-এর ৪৬১ ধারায় উল্লেখ করা রয়েছে। এছাড়াও ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৫ ধারা মুছে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে 'অপরাজিতা মহিলা এবং শিশু (পশ্চিমবঙ্গ অপরাধ আইন সংশোধনী) বিল ২০২৪'-এ। ওই ধারায় ধর্ষণের কিছু মামলায় সাজার উল্লেখ রয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৬, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ১২৪ ধারাতেও বদল আনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বিলে। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩-এর আইনে নতুন ধারা যোগের প্রস্তাবও আনা হয়েছে বিলে। এফআইআর দায়েরের ২১ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে তদন্ত শেষ না হলে আরও ১৫ দিন সময় দেওয়া হবে। তবে তার বেশি নয়।

আর জি কর কান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন পদক্ষেপ

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আগামী ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দেশের সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ তথা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ রাজ্যের মুখ্যসচিব ডঃ মনোজ পন্থ - কে চিঠি লিখেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব অপূর্ব চন্দ। এ নিয়ে এক অ্যাডভাইজারি ঘোষণা করা হয়েছে। সমস্ত চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্যেরা উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে যোগদান করেন। তাদের পরামর্শ, মতামত ও সুপারিশ মনোযোগের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের তরফে এই মর্মে জানানো হয়েছে যে সংশ্লিষ্ট দফতরের মাধ্যমে প্রতিটি রাজ্যকে এই বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। সুস্পষ্ট ভাবে মেনেই চলতে হবে কেন্দ্রীয় নির্দেশিকাও।

ওয়ানাড পুনর্গঠনে নিজের একমাসের বেতন দিলেন রাহুল

ওয়ানাড, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): নিজের এক মাসের বেতন ওয়ানাডের জন্য দান করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এই কথা তিনি জানিয়েছেন। রাহুল জানিয়েছেন, যেভাবে এই এলাকায় প্রকৃতি নিজের রোষ চালিয়েছে তারপর সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোই প্রধান কাজ। বাকিদেরকেও সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসার কথা বলেছেন তিনি।এদিন এক্স হ্যান্ডেলে রাহুল লেখেন, ওয়ানাডে আমাদের ভাই-বোনেরা অকল্পনীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন, তা থেকে তাঁদের উদ্ধারের জন্য আমাদের সমর্থন প্রয়োজন। আমি ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য পুরো মাসের বেতন দান করেছি। আমি আন্তরিকভাবে সমস্ত দেশবাসীকে অনুরোধ করছি, সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে। সামান্য কিছু অর্থও পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। ওয়ানাড আমাদের দেশের একটি সুন্দর অংশ।

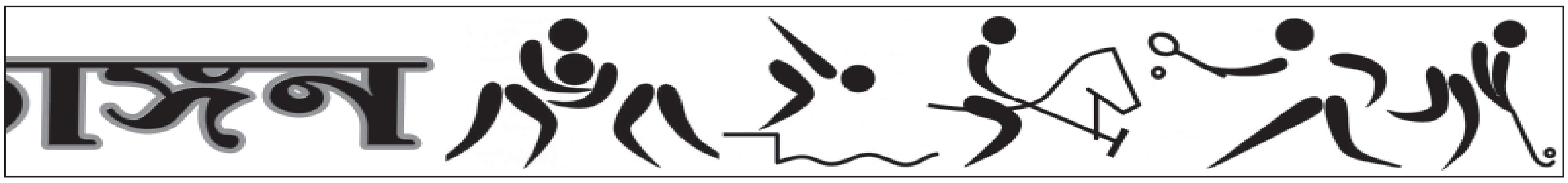

সাব্রুমে বিন্দাস আয়োজিত পূর্ণেন্দু স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট : প্রাইজমানি ৩ লক্ষাধিক টাকা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুমে তিন লক্ষাধিক টাকা প্রাইজ মানির একটি ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হচ্ছে। সম্প্রতি সেখানকার অত্যন্ত পরিচিত মুখ পূর্ণেন্দু বিকাশ দত্ত আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রয়াত হয়েছেন কিছুদিন আগে। বন্ধুর স্মৃতিতে সাব্রুমের 'বিন্দাস বয়েজ' সংস্থা একটি নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছেন। উক্ত টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন টিমের জন্য প্রাইজমানি রাখা হয়েছে দেড় লক্ষ টাকা এবং রানার্স আপ টিমের জন্য রাখা হয়েছে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা ও সুদৃশ্য ট্রফি। খেলা হবে সাব্রুম দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল মাঠে। উক্ত ফুটবল টুর্নামেন্টে যে সকল টিম নাম দিতে ইচ্ছুক আগামী ৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ফোনে যোগাযোগ করে নাম নথিভূক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ফোন করতে হবে এই নম্বরগুলোতে।শান্তনু ঢালী - ৭৬২৮০৭৭২২১ অথবা চিন্ময় বসাক - ৮২৫৬৯৭১৩৪৭। আয়োজক বিন্দাস বয়েজ এর পক্ষ থেকে এই নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

পয়েন্ট তালিকা : এ ডিভিশন লীগ ফুটবল

দল	ম্যাচ	জয়	পরা:	ড্র	গোল	পয়েন্ট
ব্লাডমাউথ	২	২	০	০	৩-০	০৬
ত্রিবেণী সংঘ	২	১	০	১	৬-২	০৪
টাউন ক্লাব	২	১	০	১	২-০	০৪
নাইন বুলেটস	২	১	১	০	৪-২	০৩
এগিয়ে চল	১	১	০	০	২-১	০৩
লালবাহাদুর	১	০	০	১	১-১	০১
ফরোয়ার্ড	২	০	১	১	০-২	০১
রামকৃষ্ণ ক্লাব	২	০	১	১	০-৩	০১
জুয়েলস অ্যা:	২	০	১	১	০-১	০১
ফ্রেন্ডস ইউ:	২	০	২	০	১-৭	০০

পন্ডিচেরিতে ক্রিকেট : তৃতীয় ম্যাচে মহারাষ্ট্রের কাছেও পরাজিত ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। তৃতীয় ম্যাচেও হারলো ত্রিপুরা। প্রতিপক্ষ মহারাষ্ট্র প্রত্যাশিতভাবেই ২২৪ রানের বড় ব্যবধানে ত্রিপুরা কে পরাজিত করেছে। পন্ডিচেরিতে আয়োজিত ৯০ ওভারের দুই দিনের ম্যাচে ত্রিপুরা পরপর তিনটি ম্যাচেই পরাজিত হয়েছে। তৃতীয় ম্যাচে মহারাষ্ট্র ২২৪ রানের বড় ব্যবধানে জয়ী হওয়ার সুবাদে তারা চূড়ান্ত পর্যায়ে তথা সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। মঙ্গলবার ম্যাচের প্রথম দিনে মহারাষ্ট্র প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে দিনভর খেলে ৮৩.৩ ওভারে ৩৩৭ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে অধিনায়ক হার্শাল কাটের ১০৯ রান, দ্বিগবিজয় যাদবের ৫৮ রান, প্যাটেল মেহুলের ৪২ রান এবং সিদ্ধার্থ মাহাত্রের ৩৪ রান উল্লেখযোগ্য ছিল। আনন্দ থেঙ্গে করেছে ত্রিশ রান। রাজ্য দলের বোলার দুর্লভ রায় ৫৬ রানে তিনটি এবং ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ, দেবরাজ দে ও সরাব সাহানী প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছিল। আনন্দ ভৌমিক এর দখলে ছিল একটি উইকেট। আজ বুধবার ম্যাচের দ্বিতীয় তথা অন্তিম দিনে ত্রিপুরার ব্যাটার্সরা ৩৬.৫ খেলে ১১৩ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বড় স্কোর বলতে আনন্দ ভৌমিকের ৩০ রান উল্লেখ করার মতো। অরিন্দম বর্মন পেয়েছেন ১৭ রান। মহারাষ্ট্রের বোলার প্রশান্ত সোলাঙ্কি একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নেয় ১৯ রানের বিনিময়ে। এছাড়া, সানি পন্ডিত ৩২ রানে তিনটি এবং আনন্দ ঠ্যাঙ্গে ও নাদিম শেখ একটি করে উইকেট পেয়েছে।

শ্যামসুন্দর কোং চন্দ্র স্মৃতি লীগে আজ এগিয়ে চল - রামকৃষ্ণ, ফরোয়ার্ড - বুলেটস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম ডিভিশন লীগ ফুটবলে আগামীকাল দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। খেলা ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়ে ইতোমধ্যে টুর্নামেন্টের নয়টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামীকাল প্রথম ম্যাচটি হয়ে গেলে দ্বিতীয় রাউন্ডে ৮টি দলের দুটি করে ম্যাচ খেলা হয়ে যাবে। আগামীকাল টুর্নামেন্টের ৬ষ্ঠ দিনে বিকেল সাড়ে তিনটায় দিনের প্রথম খেলায় এগিয়ে চল সংঘ এবং রামকৃষ্ণ ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে নাইন বুলেটস কে ২-১ গোলে হারিয়ে এগিয়ে চল সংঘ এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে। প্রতিপক্ষ রামকৃষ্ণ ক্লাবকে প্রথম ম্যাচে ফরোয়ার্ড ক্লাবের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে পয়েন্ট ভাগ করে নিতে হয়েছে। দ্বিতীয় ম্যাচে নাইন বুলেটস এর কাছে ০-৩ গোলে হেরে পয়েন্ট খোয়াতে হয়েছে। আগামীকাল সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে ফ্লাডলাইটে দিনের দ্বিতীয় খেলায় ফরোয়ার্ড ক্লাব ও নাইন বুলেটস ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ফরোয়ার্ড ক্লাব প্রথম ম্যাচে রামকৃষ্ণ ক্লাবের সঙ্গে ড্র করে ১ পয়েন্ট পেলেও দ্বিতীয় ম্যাচে ব্লাড মাউসের কাছে ০-২ গোলে হেরে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। নাইন বুলেট ক্লাব ও প্রথম ম্যাচে এগিয়ে চলো সংঘের কাছে এক দুই গোলে হেরে পয়েন্ট খোয়ালেও দ্বিতীয় ম্যাচে রামকৃষ্ণ ক্লাব কে ৩-০ গোলে হারিয়ে পুরো ৩ পয়েন্ট পেয়ে কিছুটা এগিয়ে রয়েছে। নিছক অর্থে আগামীকাল দুটি ম্যাচ-ই বেশ গুরুত্বপূর্ণ। দর্শকরাও মাঠে আসছেন খেলা দেখতে। সেটাও একটা ভালো দিক বলা যেতে পারে। আগামীকালের ম্যাচে এগিয়ে চলো বনাম রামকৃষ্ণ এবং ফরোয়ার্ড বনাম নাইন বুলেটস এর মধ্যে কোন দল জয়ের হাসি হেসে ঘরে ফেরে তাই এখন দেখার বিষয়। আগামীকাল দুটি ম্যাচেই ৪টি দল সাফল্যের লক্ষ্যে মাঠে নামবে। আজ বুধবার বিরতি পেয়ে প্রতিটি দলের খেলোয়াড়রা প্রয়োজনীয় অনুশীলনের ফাঁকে আগের ম্যাচের ভুল ত্রুটিগুলো নিয়ে আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে তা সংশোধন করে নেওয়ার লক্ষ্যে মনোবল বাড়িয়ে নিয়েছে।

ইউ এস ওপেন: সেমি থেকে বিদায় বোপান্নাদের

নিউ ইয়র্ক, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ইউ এস ওপেনের ফাইনালে ওঠা হলো না রোহন বোপান্না-আলদিলা সুতজিয়াদি জুটির। সেমিতে আমেরিকার টাউনসেন্ড-ইয়ং জুটির কাছে ৬-৩, ৬-৪ ফলে হেরে গেলেন বোপান্নারা।

বুধবার আমেরিকার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেননি বোপান্না, সুতজিয়াদি জুটি।

আমেরিকার জুটির কাছে স্ট্রেট সেটে হেরে গেলেন তাঁরা। আর দু"ধাপ এগোতে পারলেই চলতি বছর বোপান্না শেষ করতে পারতেন গ্র্যান্ডস্লাম জয় দিয়ে। কিন্তু পারলেন না।

উল্লেখ্য আগেই পুরুষদের ডবলস থেকেও বিদায় নিয়েছিলেন বোপান্না।

ইংলিশ লিগ ছেড়ে সৌদিতে পাড়ি জমালেন ব্রাজিলিয়ান তরুণ এঞ্জেলো গাব্রিয়েল

রিয়াধ, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ইংলিশ লিগ ছেড়ে সৌদিতে গেলেন ব্রাজিলিয়ান তরুণ এঞ্জেলো গাব্রিয়েল। চেলসির সঙ্গে তার চুক্তির এক বছর যেতে না যেতেই রোনাল্ডোর ক্লাব আল নাসেরে যোগ দিলেন গ্রাবিয়েল। ব্রাজিলের এই তরুণ ফুটবলারকে দলে টানতে প্রায় আড়াই কোটি ডলার খরচ করেছে সৌদির ক্লাব আল নাসের।

ব্রাজিলের জাতীয় দল চ্যাম্পিয়নশিপে খেলা সর্বকনিষ্ঠ (১৫ বছর ৩০৮ দিন) ফুটবলার ছিলেন এঞ্জেলো গাব্রিয়েল। এরপরই ব্রাজিলের ক্লাব সান্তোস থেকে গত বছর ইংলিশ ক্লাব চেলসিতে গিয়েছিলেন গাব্রিয়েল। কিন্তু প্রিমিয়ার লিগের চেলসির হয়ে একটি ম্যাচও খেলতে পারেননি তিনি। গত মরসুমে ফরাসি ক্লাব ত্রাসবুলে ধারে খেলেছেন গাব্রিয়েল।

ইংলিশ লিগ ছেড়ে সৌদিতে পাড়ি জমালেন ব্রাজিলিয়ান তরুণ এঞ্জেলো গাব্রিয়েল

রিয়াধ, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ইংলিশ লিগ ছেড়ে সৌদিতে গেলেন ব্রাজিলিয়ান তরুণ এঞ্জেলো গাব্রিয়েল। চেলসির সঙ্গে তার চুক্তির এক বছর যেতে না যেতেই রোনাল্ডোর ক্লাব আল নাসেরে যোগ দিলেন গ্রাবিয়েল। ব্রাজিলের এই তরুণ ফুটবলারকে দলে টানতে প্রায় আড়াই কোটি ডলার খরচ করেছে সৌদির ক্লাব আল নাসের।

ব্রাজিলের জাতীয় দল চ্যাম্পিয়নশিপে খেলা সর্বকনিষ্ঠ (১৫ বছর ৩০৮ দিন) ফুটবলার ছিলেন এঞ্জেলো গাব্রিয়েল। এর পরই ব্রাজিলের ক্লাব সান্তোস থেকে গত বছর ইংলিশ ক্লাব চেলসিতে গিয়েছিলেন গাব্রিয়েল। কিন্তু প্রিমিয়ার লিগের চেলসির হয়ে একটি ম্যাচও খেলতে পারেননি তিনি। গত মরসুমে ফরাসি ক্লাব ত্রাসবুলে ধারে খেলেছেন গাব্রিয়েল।

পশ্চিম জেলা ভিত্তিক খো-খো ও অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের উদ্যোগে আগামী ৬ সেপ্টেম্বর খো-খো অনূর্ধ ১৭ ছেলেমেয়েদের পশ্চিম জেলা ভিত্তিক প্রতিযোগিতা বাধারঘাট দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। একই দিনে অ্যাথলেটিকস অনূর্ধ ১৪, ১৭ এবং ১৯ ছেলে মেয়েদের পশ্চিম জেলা ভিত্তিক প্রতিযোগিতা রানীর বাজার স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। এই দুটো ইভেন্টের প্রতিযোগিতায় পশ্চিম জেলার তিনটি মহকুমার দল অংশগ্রহণ করবে। প্রতিযোগিতার শেষে কুল লেভেল পশ্চিম জেলা দল গঠন করা হবে। যা আগামী ১৮ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর ঊনকোটি জেলায় অনুষ্ঠিতব্য এবং উত্তর জেলার পানি সাগরে অ্যাথলেটিক্স রাজ্য ভিত্তিক আসরে অংশগ্রহণ করবে। এদিকে পশ্চিম জেলা ক্রীড়া দপ্তর ও স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের উদ্যোগে জিমনাস্টিক্স অনূর্ধ ১৪, ১৭ এবং ১৯ রাজ্য আসর ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর আগরতলার এনএসআরসিসি-তে অনুষ্ঠিত হবে এই উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার এনএসআরসিসি-তে একটি প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পদ্মশ্রী ডঃ দীপা কর্মকার, দ্রোণাচার্য বিশ্বেশ্বর নন্দী, যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের সহ অধিকর্তা শান্তনু সূত্রধর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি মদন বনিক এক বিবৃতিতে এই খবর জানিয়েছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

ত্রিপুরায় বন্যায় ও কেরালার ওয়ানেড জেলায় ভূমিধসে প্রাণহানিতে বিধানসভায় শোকজ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর : সম্প্রতি রাজ্যে অতিভারী বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যায় ৩১ জনের মৃত্যু এবং কেরালার ওয়ানেড জেলায় প্রবল বর্ষণ ও ভূমিধসে চার শতাধিক মানুষের প্রানহানিতে আজ ত্রিপুরা বিধানসভার অধিবেশনে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন দুটি ঘটনায় পৃথক পৃথকভাবে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন। বিধানসভার সদস্যগণ দুই মিনিট করে দাঁড়িয়ে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

শোক প্রস্তাবে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন বলেন, 'আমি গভীর শোকের সঙ্গে এই সভাকে অবহিত করছি যে, গত ১৯ থেকে ২৩ আগস্ট পর্যন্ত ক্রমাগত অতিভারী বৃষ্টিপাতের ফলে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ভয়াবহ বন্যার জলে এবং ভূমি ধ্বসে গ্রাম-শহরের বসতি অঞ্চল, কৃষিজমি, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ পরিকাঠামো সহ সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অসংখ্য বিদ্যালয় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একত্রিশ জন এই প্রলয়ঙ্কারী বন্যার জলে ও মাটি চাপায় অকালে প্রাণ হারিয়েছেন। সহস্রাধিক গৃহপালিত পশু বন্যার জলের প্রবল স্রোতে ভেসে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। চার দশক আগে ত্রিপুরা রাজ্যে হয়ে যাওয়া ১৯৮৪ সন বা ১৯৯৩ সনের প্রবল বন্যার থেকেও এবারের বন্যার ভয়াবহতা এতটাই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল যে, রাজ্যের প্রতিটি জেলা প্রশাসন যদি তাৎক্ষনিকভাবে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিপন্নদের উদ্ধার কার্যে নিয়োজিত না হত তাহলে আরও প্রাণহানীর সম্ভাবনা ছিল।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত তথা বিপন্নদের উদ্ধারের কাজে নিয়োজিত এসডিআরএফ, এনডিআরএফ, সিভিল ডিফেন্সের ভলান্টিয়ার্স, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পাশাপাশি রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে অসংখ্য যুবক-যুবতী, ক্লাব, সামাজিক সংস্থা এবং রাজনৈতিক দলের নেতা- কর্মীরা রাত-দিন নিজেদের ঝুঁকির মধ্যে রেখেও বহু জলবন্দী মানুষ এমনকি বেশ কিছু সংখ্যক গৃহপালিত পশুকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে সময়মত উদ্ধার করেছেন। উনাদের এই ভূমিকা খুবই প্রশংসনীয় এবং সামাজিক কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের স্বতস্ফূর্ত এই অবদান আমাদের রাজ্যে আরও একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে সকলের মনে গেঁথে থাকবে। বিপদকালীন সময়ে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বিপন্নদের উদ্ধারের পাশাপাশি জরুরী ভিত্তিতে খোলা ৬৩২টি ত্রাণ শিবিরে প্রায় এক লক্ষ সাতাশ হাজার বিপন্ন মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন। ত্রাণ শিবিরে আশ্রিত মানুষগণকে পরিশ্রুত পানীয়জল, আহার, শিশুদের দুগ্ধ সহ ত্রান শিবিরে আশ্রিতদের নিয়মিত চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে নিশ্চিতভাবে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বন্যা দুর্গতদের সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রাজ্য সরকারের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে যোগাযোগ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা করা হয়েছে। বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ফলে পরবর্তী পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করতে রাজ্য প্রশাসনের পাশাপাশি রাজ্যের সুনাগরিকগণ আগামীদিনেও সর্বাত্মক সহায়তা করবেন বলে এই সভা দৃঢ়ভাবে আশা ব্যক্ত করছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের এই প্রলয়ঙ্কারী বন্যার জলে এবং মাটি চাপায় এই রাজ্যের দুগ্ধপুষ্য শিশু এবং বৃদ্ধ সহ একত্রিশ জন বাসিন্দার অকাল প্রয়াণে এই সভা গভীরভাবে শোকগ্রস্ত। একটানা ভারী বর্ষণের তান্ডবে এই একত্রিশ জনের অকাল প্রয়াণে ত্রিপুরা বিধানসভা গভীর শোক ব্যক্ত করে শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি সমবেদনা ব্যক্ত করছে।"

কেরালার ঘটনায় অধ্যক্ষ বলেন, আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে এই সভাকে জানাচ্ছি যে, গত ৩১ জুলাই রাত পৌনে দু"টো নাগাদ উত্তর কেরালার ওয়ানেড জেলার পাহাড় ঘেঁষা চুরালমালা এবং মুন্ডাক্কাই এলাকার জনবসতিগুলোতে মেঘ কেটে প্রবল বর্ষণের ফলে এক বিধ্বংসী ভূমিধসের কবলে পড়ে। ভূমিধস কেবল নির্দোষ প্রাণই কেড়ে নেয়নি, অসংখ্য পরিবারকে বাস্তুচ্যুত করার পাশাপাশি তাদের ঘরবাড়ি মাটি চাপায় নিশ্চিহ্ন করেছে। পরিবেশ ও অবকাঠামোর অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। আজ সেখানকার স্বজনহারাদের আর্তনাদে পরিবেশ ভীষণভাবে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে।

গত ১৩ আগস্ট ওয়ানেড জেলা প্রশাসন জানিয়েছে যে, ভয়ঙ্কর এই ভূমিধসে চার শতাধিক মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। ১৩০ জনেরও বেশি লোক তখনও নিখোঁজ ছিলেন। ১৭টি পরিবারের অধিকাংশ সদস্য রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় ভূমিধসে মাটি চাপায় মারা গিয়েছেন। এই মর্মবেদনাদায়ক ঘটানায় হতাহতদের বেশিরভাগই চা ও এলাচ বাগানের দরিদ্র অংশের শ্রমিক। ওয়ানাডের ভয়াবহ ভূমিধসে বহু মানুষের প্রাণহানির জন্য ত্রিপুরা বিধানসভা গভীরভাবে শোক ব্যক্ত করে যাঁরা প্রিয়জন হারিয়েছেন তাঁদের পরিবারের প্রতি এই সভা আন্তরিকভাবে সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার আজ বুধবার প্রথমবার বিধানসভা অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন দীপক মজুমদার। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ফের উত্তপ্ত মেলাঘর, পুর পরিষদের চেয়ারপার্সনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে থানা ঘেরাও ও পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মেলাঘর। অভিযোগ জানা গেছে পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন যাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন তারা নাকি নির্দোষ। আর তারই প্রতিবাদে বুধবার থানা ঘেরাও এবং রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান পূর্ব চন্ডিগড়ের মহিলারা। উল্লেখ্য, গতকাল মঙ্গলবার মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারম্যানের সমর্থনে থানা ঘেরাও ও সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছিল। আর এতে দুর্ভোগের শিকার হয়েছিলেন সাধারণ মানুষ। ২৪ ঘন্টা পার না হতেই ফের মেলাঘর থানাধীন পূর্ব চন্ডিগড়ের মহিলারা বুধবার থানা ঘেরাও এবং রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

তাদের অভিযোগ নিজ স্বামীর ওপর আক্রমণের ঘটনায় পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনামিকা ঘোষ মিথ্যা মামলা করেছেন গ্রাম প্রধান সেন্টু বর্মণের বিরুদ্ধে। চেয়ারম্যান পক্ষ থেকে যাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে, তারা নাকি নির্দোষ, যার ফলে পূর্ব চন্ডিগড়ের পুরুষ মহিলারা একত্রে মিলে মেলাঘর থানা ঘেরাও ও রাস্তা অবরোধ করে। যার ফলে বিভিন্ন যানবাহনের লম্বা লাইন ও হয়রানির শিকার হয় সাধারণ মানুষ। বর্তমানে মামলা পাল্টা মামলা এবং আন্দোলন ও পাল্টা আন্দোলনে উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে মেলাঘর এলাকায়।

পেনশনারস সংঘের ৮ম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: বুধবার ত্রিপুরা সিনিয়র সিটিজেনস অ্যান্ড পেনশনারস সংঘের ৮ম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয় গান্ধীঘাটস্থিত অফিস গৃহে। ত্রিপুরা সিনিয়র সিটিজেনস অ্যান্ড পেনশনার্স সংঘের ৮ম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয় বুধবার গান্ধীঘাটস্থিত তাদের অফিস গৃহে। প্রতিষ্ঠা দিবসে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, সংস্থার সভাপতি রঞ্জিত দে, সম্পাদক পৃথ্বীশ আচার্য সহ অন্যান্যরা। এই অনুষ্ঠানে দুটি পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা। একটি হচ্ছে বেস্ট মহকুমা হিসেবে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাকে সত্যেন্দ্র কুমার দে স্মৃতি পুরস্কার হিসেবে ট্রফি এবং ২০০০ টাকা। পাশাপাশি মালতি নাহা মেমোরিয়াল স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয় বেস্ট লিডার অফ দা ইয়ার হিসেবে প্রাক্তন হেডমাস্টার বিমল চন্দ্র সেনকে। এ দুটি পুরস্কার তুলে দেন ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত।

বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় গুরুতর পথচারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ সেপ্টেম্বর: বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় গুরুতর আহত এক পথচারী। বুধবার সন্ধ্যা রাতে এই সড়ক দুর্ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে তেলিয়ামুড়া থানাধীন মহারানীপুর বটতলা এলাকায়।

মহারানীপুর এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণ রায়(৬০) নামের এক ব্যক্তি বুধবার সন্ধ্যায় বাজার সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় দ্রুতগতিতে থাকা টি আর ০১-ডি-৫৭১৮ নম্বরের একটি বাইক সজোড়ে ধাক্কা দিলে মাটিতে ছিটকে পড়েন বৃদ্ধ কৃষ্ণ রায়। ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দেন স্থানীয় পথ চলতি মানুষ।

অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত অবস্থায় কৃষ্ণ রায় নামের ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। বর্তমানে আহত ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

মন্ত্রী সুধাংশু দাসকে কালো পতাকা দেখায় যুব কংগ্রেস, পাল্টা যুক্তি দিয়েছেন মন্ত্রীও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: সাম্প্রতিক মন্ত্রী সুধাংশু দাসের সামাজিক মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক মন্তব্যের প্রতিবাদে সরব হয়েছে প্রদেশ যুব কংগ্রেস। পাশাপাশি,

যুব কংগ্রেসের নেতৃত্বরা কোয়াটারের সামনে কালো পতাকা দেখিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং মন্ত্রী যেন রাজ্যেবাসীর উদ্দেশ্যে শান্তি শৃঙ্খলার বার্তা দেয় দাবি জানিয়েছে। এদিন মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, কংগ্রেস কালো পতাকা দিয়ে প্রতিবাদের বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, আমার মন্তব্য সংখ্যালঘু বা অন্য সম্প্রদায়কে নিয়ে একটি লাইনও লিখা হয়নি।

প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি নীলকমল সাহা বলেন, সামাজিক মাধ্যমে মন্ত্রী সুধাংশু দাসের সাম্প্রদায়িক উস্কানি মূলক পোস্ট করে রাজ্যে একটা অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছেন। তারই প্রতিবাদে আজ প্রদেশ যুব কংগ্রেস এবং প্রদেশ এনএসইউ- র নেতৃত্বরা মন্ত্রীকে কাল পতাকা দেখিয়ে প্রতিবাদ জানালেন। পাশাপাশি, মন্ত্রী যেন অবিলম্বে রাজ্য বাসীর কাছে ক্ষমা চায় এবং রাজ্যেবাসীর উদ্দেশ্যে শান্তি শৃঙ্খলার বার্তা দেয় এই দাবি জানিয়েছেন।এদিন মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, কংগ্রেস কালো পতাকা দিয়ে প্রতিবাদের বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, আমার মন্তব্য সংখ্যালঘু বা অন্য সম্প্রদায়কে নিয়ে একটি লাইনও লিখা হয়নি। এই মন্তব্যের কারণ ত্রিপুরার কোথাও আগুন জ্বলে নি।

সামাজিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বাজারস্থিত গণপতি উৎসব কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৪ সেপ্টেম্বর: বিশালগড় নিচের বাজারস্থিত গণপতি উৎসব কমিটির গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে বেশ কিছু কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। ৬ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে পুজোর উদ্বোধন হবে। গণেশ পূজাও এখন সাড়ম্বরে হয়ে থাকে। বিশালগড় নিচের বাজারস্থিত গণপতি উৎসব কমিটির গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে বেশ কিছু কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। বুধবার সকালে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় কচিকাঁচার বেশ আগ্রহের সঙ্গে অংশ নেয়।

তাছাড়া, আগামী ৬ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে পুজোর উদ্বোধন হবে বলে জানান গণপতি উৎসব কমিটির সচিব হরি সাধন দেবনাথ। তাছাড়া আরো বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান আয়োজকরা

শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর তারই নিদর্শন রাখলেন বাবুল কুমার রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর, তারই নিদর্শন রাখলেন বাবুল কুমার রায়। উনার মতো শিক্ষকরা আজও রয়েছে এই সমাজে। তারা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন। শিক্ষক দিবসের আগে এক আদর্শ শিক্ষকের খোঁজ পাওয়া গেল রাজধানী অরুন্ধতীনগর এলাকায়। সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তিনি। বিনা পয়সায় যিনি শিক্ষকতা করে চলেছেন সমাজের উন্নয়নে। তার নাম বাবুল কুমার রায়। উনার মত শিক্ষকরাই হলেন প্রকৃত শিক্ষক।

তিনি চারিপাড়া স্কুলে শিক্ষকতা করতেন বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। বায়োলোজি সাবজেক্ট টিচার হিসেবে তিনি কর্মরত ছিলেন। ২০১৮ সাল থেকে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা পয়সায় শিক্ষাদান করে চলেছেন। ইংরেজি গ্রামার ও বায়োলজি বিনা পয়সায় ৪০- ৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে পড়িয়ে চলেছেন প্রতিদিন। আগে শুধু চারিপাড়া স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা আসতো।

বর্তমানে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা উনার কাছে বিনে পয়সায় শিক্ষা গ্রহণ করছে। পাশাপাশি স্কুলে গিয়েও তিনি এখনো দুটি ক্লাস করাচ্ছেন সপ্তাহে একদিন। উনি সমাজের অন্যান্য শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান রাখেন তারাও যেন এরকম বিনা পয়সায় গরিব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদানে এগিয়ে আসেন।

বন্যায় বিপর্যস্ত মানুষের ক্ষতিপূরণ ছয় দফা দাবিতে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৪ সেপ্টেম্বর: বন্যায় বিপর্যস্ত মানুষের ক্ষতিপূরণ এবং ধলাই নদীর বাঁধ সংস্কার, ও নদী ভাঙ্গন রোধের জন্য ছয় দফা দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার কমলপুর মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করে কমলপুর প্রদেশ কংগ্রেস।

সম্প্রতি কমলপুর ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত মানুষের ক্ষতিপূরণ, নদী ভাঙ্গন রোধ ও ধলাই নদীর বাঁধ সংস্কার করা সহ ছয় দফা দাবিতে বুধবার কমলপুর মহকুমাশাসক লালরিং হেতা ডার্লিংয়ের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ডেপুটেশনকালে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলা কংগ্রেস সভাপতি অনিল চন্দ্র দাস, কমলপুর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি দেবব্রত মালাকার, সুরমা ব্লক কংগ্রেস সভাপতি রতন চন্দ, কংগ্রেস নেতা সমীর দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

শিক্ষক দিবসের মনোরম চিত্র পরিলক্ষিত রাজ্যের বিদ্যালয়গুলোতে, অনুজদের শিক্ষাদান অগ্রজদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: ৫ই সেপ্টেম্বর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের জন্মদিন। রাজ্য দিনটি শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত হবে। শিক্ষক দিবসের আগের দিন বিভিন্ন স্কুলে বড় ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীরা ছোট ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান করেন। পাঁচ সেপ্টেম্বর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের জন্ম দিবসটি গোটা দেশে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জাতীয় শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত হবে। দিবসটির গুরুত্ব সম্পর্কে কচিকাঁচাদের অবগত করার লক্ষ্যেই বিভিন্ন স্কুলে বড় ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা ছোট ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান করে শিক্ষক দিবসের মাহাত্ম্য সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করে চলেছেন।রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন স্কুলে এই চিত্র পরিলক্ষিত হয়। এই চিত্র সত্যিই শিক্ষক দিবসের মর্যাদাকে আরো মহিমান্বিত করবে বলে মনে করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার ৫ সেপ্টেম্বর রাজ্য ভিত্তিক শিক্ষক দিবসের মূল অনুষ্ঠান হবে আগরতলা টাউনহলে। শিক্ষকদের আনুষ্ঠানিকভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে।

কলেজ স্তরের পরীক্ষায় অকৃতকার্য পড়ুয়াদের জাতীয় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: পাঁচটি সাধারণ ডিগ্রী কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৭০ শতাংশ অকৃতকার্য হয়েছে। এরই প্রতিবাদে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। সাথে সাথে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

ঘটনার বিবরণে এক ছাত্র জানিয়েছে, গত কিছু দিন আগে পাঁচটি সাধারণ ডিগ্রী কলেজের প্রথম বর্ষের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। তাদের পরীক্ষা ভালোও হয়েছিল। কিন্তু ফল প্রকাশের পর দেখা গিয়েছে কলেজের বিভিন্ন বিষয়ের প্রথমবর্ষের প্রায় ৬০ শতাংশ পড়ুয়া অকৃতকার্য হয়েছে। এরই প্রতিবাদে জাতীয় সড়ক ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে অবরোধে সামিল হয়েছেন ছাত্র ছাত্রীরা। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। সাধারণ যাত্রীদের দূর্ভোগের শিকার হতে হয়। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। তাদের দাবি, সবাইকে একসাথে উত্তীর্ণ করতে হবে। তাদের দাবি পূরণ না হলে আগামীদিনে আন্দোলন আরও বৃহত্তর হবে বলে হুশিয়ারী দিয়েছেন।

বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবা, প্রতিবাদে তালা ঝুলালেন এলাকাবাসী

আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: করবুক মহকুমা হাসপাতালে নেই পর্যাপ্ত চিকিৎসক। তার মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান তল্লানীতে গিয়ে ঠেকেছে। এরই প্রতিবাদে হাসপাতালে গেইটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছে এলাকাবাস।এলাকাবাসীদের অভিযোগ,করবুক মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবার বেহাল দশা। হাসপাতালের ৪ জন চিকিৎসকের মধ্যে ২ জনকে ঘোড়াকাপ্পা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডেপুটেশনে পাঠানো হয়েছে। এর ফলে এলাকাবাসীরা স্বাস্থ্য পরিষেবা পাচ্ছে না। এরই প্রতিবাদে হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তাঁরা।

কমান্ডো গাড়ি খাদে, আহত দশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রী বোঝাই কমান্ডো গাড়ি খাদে পড়ে যায়। ওই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে দশ জন যাত্রী। সাথে সাথে দমকলবাহিনী তাদেরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছেন। আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক বলেও জানা গিয়েছে।

ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, আজ ভোর পাঁচটা নাগাদ উদয়পুর মহকুমাধীন কিল্লা দার্জিলিং থুমবাড়ি এলাকায় বাক নেওয়ার সময় একটি কমান্ডো গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। তাতে গুরুতর আহত হয়েছেন দশজন যাত্রী। বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে আশে পাশের স্থানীয় মানুষজন ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন। সাথে সাথে তাঁরা দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মী আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে গোমতী জেলা হাসপাতালে এবং বাকিদের কিল্লা প্রাথমিক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে তিনজনের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক বলেও জানা গিয়েছে।

এবিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, কমান্ডো গাড়িতে প্রায় তেরো জন যাত্রী ছিল। এর মধ্যে দশ জন আহত হয়েছে।

ফুলবাড়ী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মেগা প্রশাসনিক শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৪ সেপ্টেম্বর: কদমতলা ব্লকের অন্তর্গত ফুলবাড়ী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে বুধবার এক মেগা প্রশাসনিক শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এদিনের প্রশাসনিক শিবির থেকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে আনন্দ ব্যক্ত করেন গ্রামবাসী।

ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা ব্লকের অন্তর্গত ফুলবাড়ী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে বুধবার আয়োজিত প্রশাসনিক শিবিরে লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির সম্পাদক রাজর্ষি চক্রবর্তী, ডিস্ট্রিক্ট এন্ড সেশন জাজ অংশুমান দেববর্মা, ধর্মনগর মহকুমা শাসক শ্যামজয় জমাতিয়া, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জেরেমিয়া ডারলং এবং ফুলবাড়ী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকশিক্ষিকা সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। এই শিবিরে বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে জনগণকে গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা প্রদান করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পিআরটিসি, ইনকাম সার্টিফিকেট, আধার কার্ডের পরিষেবা এবং স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন। তাছাড়া বিশেষ সক্ষমতা পূর্ণ ব্যক্তিদের ট্রাই সাইকেল প্রদান করা হয়। শিবিরের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনিক বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সহজলভ্য করে জনগণের দুয়াড়ে পৌঁছে দেওয়া। প্রশাসনের এই উদ্যোগ স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল।

আগামী ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে শিল্পী সংঘমিত্রা দত্ত নন্দীর একটি পাঁচদিনব্যাপী একক চিত্র প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: কল্পতরু আর্ট ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেটিভ সোসাইটি" র পক্ষ থেকে ত্রিপুরার প্রখ্যাত এবং বরিষ্ঠ শিল্পী সংঘমিত্রা দত্ত নন্দীর একটি পাঁচদিন ব্যাপী একক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।আগামী ৯ সেপ্টেম্বর সোমবার থেকে এই চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে নজরুল কলাক্ষেত্রে অবস্থিত ললিত কলা একাডেমির আর্ট গ্যালারী। ওইদিন সন্ধ্যা ৬ টা ৩০ মিনিটে এই চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ডঃ প্রদীপ চক্রবর্তী।এছাড়া এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যস্তরীয় সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী, সরকারি চারু ও কারু কলা মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অভিজিৎ ভট্টাচার্য এবং বাংলা বলয়ের সভাপতি তথা বিশিষ্ঠ সাংবাদিক সেবক ভট্টাচার্য। শিল্পী সংঘমিত্রা দত্ত নন্দী এই প্রদর্শনীতে বিক্রিত চিত্রকলা থেকে তাঁর প্রাপ্ত অর্থের একটি অংশ ত্রিপুরার সাম্প্রতিক বন্যায় দুর্গতদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করবেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।